রসবতী। কেন তোমাদের ছাতে চল, সেই খান থেকে দেখাবো। তিনি বারাণ্ডায় থাকবেন বলেছেন।

সুলোচনা। তবে চল, আগে চক্ষু সার্থক করি, পরে যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

[উভয়ের ছাতের উপর গমন।]

সুলোচনা। (স্বগত) আহা! কি মনোহর সায়ঙ্কাল ক্রমে নিকটবর্ত্তি হচ্চে। দিবাকর পশ্চিম দিক রক্তিমাবর্ণ করে ক্রমশঃ অস্তাচলে গমনোদ্যোগী হচ্চেন্ সুখময় মলয় মারুত মন্দ মন্দ সঞ্চারে প্রফুল্ল কুসুম দল ক্ষরিত মকরন্দ বহন করত চতুর্দিক্ আমোদিত করিতেছে—ভ্রমর ভ্রমরী নব মুকুলিক বকুল পুষ্প সুধা পানে উন্মত্ত হয়ে অসীম আনন্দ ভরে গুণ গুণ স্বরে সঙ্গীত করিতেছে, নব মুঞ্জরীতে সুশোভিত তরুবরোপরি পিকর কি সুমধুর স্বরে কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে। হা! মলয় সমীরণ বুঝি আমার অবস্থা দর্শন করে মৃদু ভাবে প্রাণকান্তের নিকট বার্ত্তা বহন করতেছে! পিকবর মধুকর বুঝি আমার মঙ্গল সাধন জন্য প্রাণেশ্বরের নিকট আদ্দাশ করিতেছে, তরু শাখা সকল বুঝি আমার ভাবি সুভাদৃষ্ট দৃষ্টি করে মহোল্লাসে নব পরিচ্ছদ ধারণ করেছে, প্রকৃতির সমুদয় স্বভাব সুপ্রসন্ন দেখ্‌তেছি, দেখি আমার অদৃষ্টে কি ঘটে (প্রকাশ) রসবতি, এই তো এলেম, কৈ কি দেখাবি বল্লি যে!

রসবতী। ভাই স্থির হও, তোমার কি আর দেরি সয় না। এখনি বারাণ্ডায় উঠ্‌বেন, আমার সঙ্গে কথা আছে।

রামকান্ত বসুর বাটী।

মন্মথ উপস্থিত।

মন্মথ। (আপন গৃহে একক বসিয়া স্বগত) আঃ কিছু আর ভাল লাগ্‌তেছে না কেন? আমার অন্তঃকরণ সর্ব্ব-দাই সরস থাকে, আজ্ এমন ভিন্ন ভাব দেখ্‌তেছি কেন? রসবতী নাপ্‌তেনী আমাকে যা বলে গেল তা কি সত্য কি প্রবঞ্চনা করে আমার মন বুঝে গেল। না, তাই বা কি রূপে সম্ভব হতে পারে, আমি আপন চক্ষুকে কি রূপে অপ্রত্যয় করব, সে দিবস যে অপরূপ রূপ দর্শন করেছি তা জীবন থাক্‌তে বিস্মৃত হব না। এক বার অবলোকন মাত্রে চিত্তপটে সেই মনোমোহিনীর চন্দ্রবদন চিত্রিত হয়েছে—অন্তঃকরণ সেই মরাল গমনা কমলাক্ষীর প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। রসবতী বল্লে, সে অতি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। হা! বিধাতার কি বিড়ম্বনা, এমত রূপবতীর অদৃষ্টে বৈধব্য যন্ত্রণা নির্দ্দেশ করেছেন, অবলা রমণীর ইহকালে পতি সম্ভোগ সুখ হলো না। হা! নিষ্ঠুর দেশের কি দুর্নীতি! যৎকালীন বিবাহ হলো—যৎ-কালীন আপন অদৃষ্টকে যাবজ্জীবন জন্য এক জনের হস্তে সমর্পণ করিল, তখন বিবাহ কাকে বলে কিছু মাত্র জান্‌ত না—পতি কাহাকে বলে কিছু মাত্র জ্ঞাত ছিল না, বিবাহ হলো এই মাত্র জেনে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করি-তেছে। হা! জগদীশ্বর কি ভারত রাজ্যের রমণীদিগের প্রতি এমত দয়া শূন্য হয়েছেন? তাঁদের যন্ত্রণার কি আর শেষ হবে না? ইদানী অনেকে বিদ্যার গৌরব করেন—অনেকে সভ্যতার গৌরব করেন, কিন্তু তাঁহারা কি ভ্রমেও

বিবেচনা করেন না যে তাঁদের দেশে অদ্যাবধি স্ত্রীহত্যার পাতক দূরীকৃত হলো না, তাঁরা প্রকাশ্যে সভ্যতার গর্ব্ব করেন, কিন্তু অন্তঃপুরে তাঁদের রমণীরা অত্যন্ত অসভ্য জাতির রমণীদিগের অপেক্ষা ও হীনাবস্থায় কাল যাপন করে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) যেন স্মরণ হচ্চে, রসবতী আমাকে বলেগেছ্‌ল, বারাণ্ডায় উঠ্‌লে তাঁরে দেখ্‌তে পাব, এখন এক বার যাওয়া কর্ত্তব্য, রসবতীর কথা সত্য কি মিথ্যা জান্‌তে পার্‌বো।

(মন্মথের বারাণ্ডায় উত্থান।

কীর্ত্তিরাম ঘোষের ছাত।

সুলোচনা ও রসবতী উপস্থিত।

সুলোচনা। কৈ লো রসবতি, ক্রমে রাত্রি নিকট হলো, আকাশে তারাসব প্রকাশ হতেছে, অন্ধকার হলে আর কি দেখ্‌বো? আকাশের তারা সকলের সঙ্গে আমার সেই নয়ন তারা মিশ্রিত হলে আর কি দেখ্‌বো বল্‌ দেখি।

রসবতী। (স্বগত) তাইতো, এত বিলম্ব হচ্চে কেন, আজ কোথা কাজটা পাকা পাকি করে রাখ্‌বো, এখন সকলি ফাঁকা ফাকী দেখ্‌তেছি। কথায় বলে "ঢেঁকীর স্বর্গে গেলেও ধান ভানা ঘটে" অভাগিনীর ভাগ্যে কি তেমন লাভ আছে? এই কর্ম্ম আমার অদৃষ্ট হতেই সমাধা হবে না। এত পরিশ্রম বুঝি সমুদয় বিফল হলো (প্রকাশ্য) দেখ ভাই পুরুষের মন তো রমণীর মত নয়, পুরুষ জাতি অতি নিষ্ঠুর, বুঝি আর কোন আমোদে মত্ত হয়ে আমাদের কথা ভুলেগেছেন। দেখ এখনও সময় আছে।

সুলোচনা। রসবতি, অন্তঃকরণ অস্থির হয়েছে, এক এক নিমেষ বৎসর জ্ঞান হচ্চে, আর বিলম্ব সয় না।

রসবতী। (বারাণ্ডাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া) ঐ যেন কে এসেছে না? দেখ দেখি বুঝি তিনিই হবেন (পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) হাঁ গো তিনিই বটেন। ভাই! নিকটে এসো, উভয়ের মিলন করে দেই, আহা! দেখ দেখি কি অপূর্ব্ব রূপ! আমরা উহার অনাগমনে বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতেছিলাম, এখন দেখ সপ্তাহ বহু বৃষ্টির পর, যেমন গগনমণ্ডলে প্রভাকর উদয় হলে জগতীস্থিত সমস্ত জীবের উল্লাসজনক হয় তাদৃশ হয়েছে কি না! আহা! বল দেখি তোমার বদন কমল তদ্দৃষ্টে প্রফুল্লিত হইতেছে কি না?

সুলোচনা। (ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া) (স্বগত) আহা! কি আশ্চর্য্য রূপ! কি অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য! হে প্রাণকান্ত! অদ্য মনে মনে তোমাকে মন সমর্পণ কর্‌লেম, তুমি যদি আমার প্রতি সদয় থাক, তবে কলঙ্ক ভয় থাক্‌বে না— পরের কথায় শঙ্কিত হব না। আজ্ সরল চিত্তে তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ কর্‌লেম। (প্রকাশ)

দেখ লো কেমন, রূপ সুচিকন, মদন মোহন,
দাঁড়ায়ে ঐ।
উহার তুলনা, তুলনা তুলনা, ভূতলে বল না,
অমন কৈ॥
আহা মরি মরি, কি রূপ মাধুরী, যে নারী উহারি
সে জন কেবা॥
হেরিয়া হরিল, মন সিহরিল, বিরহে দহিল,
রজনী দিবা॥

কুলে দেই ছাই, মানে কাজ নাই যদি ওলো পাই,
ও মুখচাঁদে।
আমি হবো তার, সে হবে আমার, প্রণয় কি আর,
কলঙ্কে বাদে॥
পরেরি কথায়, কবে কে কোথায়, ত্যজে লো প্রণয়,
অমূল্য নিধি।
প্রণয়েতে কে না, কে আছে না কেনা, জগতে দেখ না,
এই তো বিধি॥

রসবতী। (সুলোচনার হস্ত ধরিয়া) সুলোচনা, আজ জীবন সার্থক কর, মনের সাধে ঐ নবীন নীরদ রূপ দর্শন কর।

লক্ষৈক যোজন অন্তে থাকে লো তপন।
তথাপি পদ্মের কান্ত শাস্ত্রের লিখন॥
সূর্য্যের আতপে হয় প্রফুল্ল পদ্মিনী।
কমল মুদিত হয় বিনা দিনমণি॥
একি দেখি ভিন্ন ভাব স্বভাব এ নয়।
ভূতলে হইল কেন ভানুর উদয়॥
বুঝি হেরি তোর মুখ পূর্ণ সরোজিনী।
ভূতলে পড়িল ঐ দেখ দিনমণি॥
আপন মণ্ডল ছাড়ি ভূতলে উদয়।
সামান্য পদ্মিনী হলে এ কি কভু হয়॥
বিষণ্ন বদনে কেন আর লো মুদিত।
নয়ন মেলিয়া দেখ তপন উদিত॥
লাবণ্য হয়েছে তোর সুনির্ম্মল জল।
ভাসিতেছে কেশ তাহে অপূর্ব্ব শৈবাল॥
ভ্রমর ঝঙ্কার ছলে বাজিছে কঙ্কণ।
নিশ্বাস বহিছে যেন মলয় পবন॥

মৃণাল সমান ভুজ যত্নেতে গঠিত।
মুখ শতদল তোর তাহে বিকশিত ॥

সুলোচনা, তুমি যার জন্য নিয়ত অস্থির চিত্তে কাল যাপন কর্‌তেছিলে—যার অদর্শন রূপ প্রজ্বলিত দাবানল হৃদয়-কানন দগ্ধ কর্‌তেছিল, এখন ঐ মনোহর মন্মথ রূপ দর্শন করে মন্মথের গর্ব্ব খর্ব্ব কর—দর্শন রূপ শীতল সলিল সেচন দ্বারা প্রবল বিরহানল নির্ব্বাণ কর।

সুলোচনা। রসবতি! প্রাণকান্তের মনোহর রূপ দর্শন করে জীবন সার্থক কর্‌লেম, কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা যেমন অগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়, এখন দর্শন আমার পক্ষে সেই রূপ হলো, এখন যাতে শেষ রক্ষা হয় তা কর।

রসবতী। ভাই সবুরে মেওয়া ফলে, স্থির হও, ক্রমে সব হবে। এখন ভাই যাই—ঘর আসি, আবার কালি আস্‌বো।

সুলোচনা। এসো ভাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

কীর্ত্তিরাম ঘোষের বাটীর বহির্ভাগে পাঠশালা।

গুরু মহাশয় ও ছাত্রগণ উপস্থিত।

গুরু মহাশয়। ওরে নিধে! বড় যে গপ্পো মাচ্চিস্, আমার কি চোক্ নাই? লেখ্ লেখ্, গপ্পের ঢের সময় আছে।

রামকান্ত। (ছাত্র) গুরু মহাশয়, বড় পেচ্ছাপ পেয়েছে।

গুরু মহাশয়। যা যা, অমনি কল্কেটা নে যা, এক কল্কে তামাক সেজে আনিস্।

রামকান্ত। (পুনরাগমন করিয়া) গুরু মহাশয়, বাবা আমাকে সকাল সকাল বাড়ী যেতে বলে দেছেন।

গুরু মহাশয়। কেন রে সকাল সকাল যাবি?

রামকান্ত। গুরু মহাশয়, দিদিকে আজ্ কনে দেখ্তে আস্বে।

বলাই। (ছাত্র) ওগো গুরু মহাশয়, ওর সব মিছে কথা, ওর বোনের ওবছর বিয়ে হয়ে গেছে, আবার কনে দেখ্তে আস্বে কি গুরু মহাশয়?

গুরু মহাশয়। (সক্রোধে) হেঁরে হারামজাদা, বাড়ী যাবার কি আর ওজর পেলি না? এক বেতে সোজা করে দেবো দেখ্বি?

রামকান্ত। (ক্রন্দনানুকূল হইয়া) ও গুরু মহাশয়, কোন্ শালা মিছে কথা কচ্চে, আমি কি কর্‌বো গুরু মহাশয়, বাবা যে বলেছেন দিদির বিয়ে হবে।

বলাই। গুরু মহাশয়, ওর শালার দিব্বিতে বিশ্বাস নাই, যে বোনের বিয়ে জাল করতে পারে তার একটা শালার দিব্বি কি?

গুরু মহাশয়। তোর বোনের কি দুবার বে হবেরে রামকান্তে?

রামকান্ত। আমি কি কর্‌বো গুরু মহাশয়, বাবা বলেছেন সকলের বোনের দুবার বে হবে।

কনাই
বলাই
নিধিরাম } (একত্রে) দেখেছ দেখেছ গুরু মহাশয়, আমাদের গালাগাল্ দিচ্চে। গুরু মহাশয়, গুরু মহাশয়, তোমাকেও গাল্ দিলে।

গুরু মহাশয়। নিয়ায় তো রে বেত গাছটা, রামকান্তে বড় বাড়্‌য়েছে, ওকে ঘা কতক না দিলে হবে না (বেত্র লইয়া) হেঁরে হারামজাদা এ দিকে আয় তো, তোকে ভাল করে বেটা দেখাই।

রামকান্ত। (ক্রন্দন করিতে করিতে) দোহাই গুরু মহাশয়, আমি কিছু জানি না। শালার দিব্বি শুন্‌বে না তা কি দিব্বি কর্‌বো?

গুরু মহাশয়। আর তোর দিব্বিতে কাজ নেই। নেয়ায় তো রে ওকে ধরে।

রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস। কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা। হরিবোল! হরিবোল! কিগো গুরু মহাশয়, বড় যে আসর গরম দেখ্‌তেছি? ব্যাপার টা কি, ও ছেলেটী কাঁদ্দেছে কেন, ওটী কাদের ছেলে?

গুরু মহাশয়। আস্‌তে আজ্ঞা হউক বাবাজী, অনেক দিনের পর যে! ও ছেলেটী মাজের পাড়ার অদ্বৈত দত্তের ছেলে, বড় বজ্জাত, আমাকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ী যাবে, তা আর কোন ওজর না পেয়ে, বল্লে কি "আমার ভগ্নির বিয়ের কনে দেখ্‌তে আস্‌বে" কিন্তু তার বিবাহ চারি বৎসর হলো হয়েছে, আবার বলে কি সক্কলের ভগ্নির দুবার বে হবে, শুনেছেন মহাশয় ওর কথা?

রামদাস। গুরু মহাশয় ওর দোষ নাই, অদ্বৈত দত্তের কন্যার বিবাহ যথার্থ বটে, কাল্পনিক নয়। তুমি কি জান না বিধবা বিবাহের নূতন ব্যবস্থা প্রকাশ হয়েছে? সেই ব্যবস্থা অনুসারে এই বিবাহ হবে, কোন্নগরে পাত্র স্থির হয়েছে, আমি উহার সমুদয় বৃত্তান্ত জানি।

গুরু মহাশয়। (কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া) রাম রাম! এ কি! কথায় যা বলে কর্ত্তব্যে তাই হলো। বাবাজী মেয়েটীর বয়স কত?

রামদাস। মেয়েটী বুঝি ১৩ বৎসরের হবে। এখন তোমার পোড়কে ছেড়ে দেও। আজ্ কনে দেখ্‌তে আস্‌বে বটে।

গুরু মহাশয়। যারে রামকান্ত বাড়ী যা, কাল্ সকাল সকাল লিখ্‌তে আসিস্।

রামকান্ত। দেখ দেখি গুরু মহাশয় কানাই আমাকে ঠাট্টা কর্‌ছে। বলে কি তোর বোনের দুবার বিয়ে হলো। গুরু মহাশয় আর কারুর বোনের কি দুই বিয়ে হবে না।

গুরু মহাশয়। যা যা বাড়ী যা, আর ঠাট্টা শুনে কাজ নাই।

[সকলের প্রস্থান।

কাৰ্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর।

রসবতীর প্রবেশ।

সুলোচনা ও সুখময়ী উপস্থিত।

সুলোচনা। এই যে রসবতি, নাম কত্তে কত্তে এসে-ছিস্, তুই অনেক দিন বাঁচবি লো। তোদের পাড়ার খবর কি বল্ দেখি।

রসবতী। আমাকে দেখ্‌লেই কেবল খবর জিজ্ঞাসা কর বইতো নয়, নাপ্তেনী যে কি খেয়ে খবর যোটায় তাতো একবার ভুলেও ভাব না।

সুলোচনা। (সুখময়ীকে সম্বোধন করিয়া) দেখ ভাই কথায় বলে "কানু ছাড়া গান নাই" নাপ্তেনীর কান্ ছাড়া কথা নাই। যে সে কথা কয় আপনার কাজ ভোলে না। পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, তাতে খাবার কথা আন্‌লে।

রসবতী। একটা কথাও কি বলতে নাই গা। পাড়ার

খবর জিজ্ঞাসা কর্‌ছেলে, একটা বড় রঙ্গের খবর আছে, আগে কি খাওয়াবে বল, তবে বলি।

সুলোচনা। (ব্যগ্র হইয়া) কি খবর বল না রসবতি ? তোর কাছে রঙ্গের খবর বৈ কি আর কিছু খবর থাকে ? তুই নিজে রঙ্গের মানুষ, তোর কাছে অন্য খবর আস্‌বে কেন ? এখন বল্ দেখি কি খবর ?

রসবতী। ও পাড়ার দত্তদের বাড়ীর প্রসন্নের বিয়ে হবে, কাল্ কনে দেখে গেছে, এই পঁচিশে বিয়ে, তোমাদের সব নিতে আস্‌বে।

সুলোচনা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) প্রসন্নের বিয়ে ? সে যে সে বৎসর রাঁড় হয়েছে লো, এ বিয়ের বর পেলে কোথা ? রাঁড়ের বিয়ে যে সত্তি সত্তি হলো! (সুখময়ীকে সম্বোধন করিয়া) ভাই এ বিয়ে দেখ্‌তে যেতে হবে।

সুখময়ী। তাই আমাদের যেতে দিচ্চে, এ বিয়ের নাম শুন্‌লে মার্‌তে আস্‌বে।

সুলোচনা। না যেতে দেয় লুকুয়ে যাব। ভাই, প্রসন্ন তো সামান্য মেয়ে নয়। সে একেবারে সব গোল ঘুচুতে বসেছে, যা হউক বিয়ে টা দেখ্‌তে হবে।

পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মাবতী। কার বিয়ে রে রসবতি ?

রসবতী। না মা তোমার আর সে বিয়ের কথা শুনে কাজ নাই। একটা নূতন রকমের বিয়ে হবে, সেই কথা দিদি ঠাকুরুণদের পর্‌চে দিচ্ছেলেম।

পদ্মাবতী। বিবাহ আবার নূতন আর পুরান কি রে ?

তুই কত রঙ্গই জানিস্, কি রকম বল্ দেখি শুনি। আমরা বুড়ো হয়েছি, এত ফের ফার বুঝ্তে পারি নে।

রসবতী। সে বড় কৌতুকের বিয়ে মাঠাকুরুণ, মাজের পাড়ার দত্তদের বাড়ীর প্রসন্নের বিয়ে হবে। প্রসন্ন কে তা বুঝ্তে পেরেছ? অদ্বৈত দত্তের মেয়ে, তার চারি বৎসর হলো বিয়ে হয়েছিল, পরে সে বৎসর বিধবা হয়েছে। সেই মেয়েটীর এই পঁচিশে বিয়ে হবে। এ বিয়ে রঙ্গের বিয়ে নয়?

পদ্মাবতী। নাপ্তেনি, তুই বুড়ো মানুষ পেয়ে কি ঠাট্টা কর্‌তেছিস্? আমি কি এতই পাগল হয়েছি, প্রসন্নের বিয়ে হবে তাই বিশ্বাস কর্‌বো? আমার তো এখনও বাওয়াতুরে হয় নাই?

রসবতী। মা ঠাকুরুণ, তুমি কি ঠাট্টার যুগ্যি মানুষ, তা তোমাকে ঠাট্টা কর্‌লেম? নূতন বিধেন হয়েছে, তা কি শোন নাই? বিধবার যে বিয়ে হবে।

পদ্মাবতী। বল্লি কি রসবতি (নাসিকায় হস্ত প্রদান করিয়া) ও মা আমি কোথা যাবো! অবাক্ কল্লি মা! বিধবা বিয়ের বিধেন হয়েছে বলে কি সত্তি সত্তি বিয়ে হলো, প্রসন্ন মা কেমন মেয়ে, কেমন করে বিয়ে কর্‌বে—কেমন করে সে ভাতারকে নিয়ে ঘর কন্না কর্‌বে? প্রসন্নের মাই বা কেমন! এ বিয়ের বর কে, তাকে কেমন করে জামাই বল্‌বে! খান কতক বই পড়ে কি এতই বুঝেছে? ও মা, একি লজ্জার কথা! এর কত্তে প্রসন্নকে কেন মেচো বাজারে ঘর করে দিলে না, তাও যে ভাল ছিল। সে যা হউক নাপ্তেনি, আমার মেয়েদের কাছে ও সব কথা পর্‌চে দিও না। এ কালের মেয়েদের চেনা ভার, কার মনে কি আছে কে বলতে পারে। প্রসন্ন মা সে দিনকার মেয়ে, আমা-

দের বাড়ীতে খেলাতে আস্‌তো, খান দুই চার বই পড়ে সচ্ছন্দে রাঁড়মানুষ বিয়ে কত্তে চল্লো। এ বিয়ের ঘটকালি কোন পোড়ারমুখো করেছে, তার কি দড়ি কলসী যো'ড়ে নাই—এ বিয়ের পুরুত কোন্ হতভাগা, তার কি আর যজমান যোটে নাই?

রসবতী। তা কি মা ঘোড়া হলে চাবুক হয় না? বিয়ে কর্‌বার মানুষ যুট্‌লে কি ঘটকের জন্যে, না পুরুতের জন্যে কর্ম্ম আটক থায়? তা মা ঘটকের দোষ দিলে কি হবে।

পদ্মাবতী। সে কিলো! তুই যে ঘটকের কথায় রেগে উঠ্‌লি। তোর এ বিয়েতে কিছু হাত আছে না কি? এখন যে অনেক ঘট্‌কী হয়েছে,, তারা সব কর্ম্ম কর্‌তে পারে। এ বিয়ের ঘটকালি লুকুয়ে কর্‌লে তারে কি বলে জানিস্? সেটা আর পষ্ট করে বল্‌বো না।

সুলোচনা। (স্বগত) নাপ্তেনীর লুকুয়ে ঘটকালি করাই অভ্যাস বটে, তা পষ্ট কর্‌বার যো পেয়েছে ছাড়্‌বে কেন। (প্রকাশ) মা, তোমার নাপ্তেনীর সঙ্গে ঝক্‌ড়া কর্‌লে কি হবে? "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম উলু বনে কেত্তন" বিয়ে কর্‌বে এক জন, দেবে এক জন, মাঝে মাঝে ওর দোষ দিলে কি হবে?

রসবতী। মা আমার দোষ কি? আমি কার বাড়ী না যাই, কার্ কর্ম্ম না করি, আমাকে বর দেখে আস্‌তে বল্লে, দেখে এলেম, আর বরকে কনে দেখালেম, তা মা "দায়ী মুদ্দুই রাজি কি কর্‌বে কাজী"?

পদ্মাবতী। (সুলোচনার প্রতি) মা তোরা ও সব কথায় কাণ্ দিস্‌নে, আর আজি কর্ত্তারে বলে তোদের সব

বই কেড়ে নেবো। আমরা হলেম বুড়ো মানুষ—ছেলে গুলো এক এক রকম, কোন্ দিন কি করে বস্‌বে! রসবতী, তুই মা ও সব কথা আমার বাড়ীতে পাড়িস্ নে, আমার ঘর এমন নয়, পুণ্যের ঘর, লোককে দশ কথা শুনুই বই শুনি না। এখন যাই।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

সুখময়ী। কেমন ঠাকুর ঝি, আর বিয়ে দেখ্‌তে যাবে? দেখ্‌লে তো, মা বিয়ের নাম শুনে কি বল্লেন?

সুলোচনা। মা অমন বলে থাকেন। বলে করে কি কোন কাজ হয়? তুই ভাই নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোকে বিয়ে দেখ্‌য়ে আন্‌বো। ওলো রসবতি, তুই তো বিয়ের ঘটকালি কর্‌লি, এখন আমাদের বিয়েটা দেখাবার ঘটকালি কর্‌দেখি, তুই মনে কল্লে সব পারিস্!

রসবতী। না, দিদি, শুন্‌লে তো, এ কথায় থেকে কি তোমাদের দোরটী খাব? তোমাদের বাড়ী আমি যাই সেইটী কি বন্ধ করবে? বিয়ে দেখাবার আশ্চর্য্য কি, তা কি হয় না? শেষ ভাই প্রকাশ হলে, তোমাদের আর কি হবে, মত্তে আমিই মর্‌বো।

সুলোচনা। তুই যে কর্ম্ম করিস্ তা আবার প্রকাশ হয়? মর মাগী বুঝ্‌তে পারিস্ নে, একবারকার রোগী আর বারকার রোজা। বিয়ে টা দেখ্‌য়ে আন্‌দেখি, শেষ কি কত্তে কি হবে কে বল্‌তে পারে?

রসবতী। ভাই বিয়ে দেখাবার আশ্চর্য্য কি? বিয়ের দিন একটু অধিক রাত্ করে পাল্‌কি নিয়ে আস্‌লে, তোমরা

দুজনে চুপি চুপি যেতে পার, তার একটা ভাবনা কি? কিন্তু ভাই দেখো, আমাকে যেন মজুয়ো না, কেউ যেন জান্‌তে না পারে।

সুলোচনা। সেই কথাই ভাল। নাপ্তেনি তুই আছিস্‌ বলে আমরা বেঁচে আছি। বিয়ের রাতে তবে আসিস্‌, আমরা দুজনে যাব। আর অম্‌নি চলে আস্‌বো। খিড়্‌কী দোরে পাল্কি আনিস্‌।

রসবতী। তাই হবে, এখন তবে যাই, বাড়ীতে কি হচ্চে দেখি গিয়ে।

[সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান।

অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর।

রসবতীর প্রবেশ।

রসবতী। কৈ গো কনের মা কোথা, বিয়ে বাড়ী সব চুপ চাপ্‌ দেখ্‌তেছি যে, উয্যুগ সুয্যুগ কৈ, এ কেমন বিয়ে গো?

মোহিনী। কি লো রসবতী! তবু ভাল। বিয়ের আর উয্যুগ সুয্যুগ কর্‌বো কি বোন্‌, এ বিয়েতে কেউ তো আর আহ্লাদ আমোদ কত্তে আস্‌বে না, তা কার জন্যে উয্যুগ কর্‌বো।

রসবতী। তাই বটে বুঝেছি, যেমন ফাকী দিয়ে নিকোড়ে জামাই পাবে, তেমনি সব কর্ম্মই ফাকী দিয়ে সার্‌বে? মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছ, ফাকী দিলে কি হবে?

মোহিনী। সে কি লো, আমার কি তেমনি মেয়ে, তা ফাকী দিয়ে জামাই পাব? জামাই কি কেউ ফাকী দিয়ে আনে? তোর নাই তা তুই কি বুঝ্‌বি। উয্‌যুগের কথা তো বল্লেম, এ বিয়েতে কাকে নিয়ে উয্‌যুগ কর্‌বো, কে আস্‌বে?

রসবতী। বিয়ে বাড়ীতে আবার লোকের ভাবনা? বল না, আমি পাড়া শুদ্ধ সব আনি। আমাকে আরও ও পাড়ার মেয়েরা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেলো, তা আমি না জিজ্ঞাসা করে বল্‌তে পাল্লেম না। শাক দিয়ে মাচ ঢাক্‌লে তো হয় না। বল না কেন বিয়েতে কিছু কর্‌বো না। এখন তো এমন বিয়ে হতেই চল্লো, তাই বলে কি কেউ ঘটা ঘটি কর্‌বে না, না আহ্লাদ আমোদ কর্‌বে না? তুমি নেমন্তন্ন কর্‌লে কে না আস্‌বে? যাদের বাড়ীতে না আস্‌তে দেবে, তারা লুকয়েও আস্‌বে।

মোহিনী। তবে তুই এসেচিস্ ভালই হয়েছে, কে কে আস্‌বে বল্ দেখি? শামীকে সঙ্গে দেই, নেমন্তন্ন করে আয়।

রসবতী। কেন, উত্তর পাড়ার সিঙ্গিদের বাড়ীর হর আস্‌বে, থাক আস্‌বে, বামা আস্‌বে, সদু আস্‌বে, ঘোষেদের বাড়ীর ক্ষমা আস্‌বে, স্বলোচনা আস্‌বে, ভাবিনী আস্‌বে, বাঁড়ুয্যেদের কাদী আস্‌বে, কত নাম কর্‌বো সর্ব্বাই আস্‌বে।

মোহিনী। তবে একটু দাঁড়া শামীকে ডাকি। ও শামি ই-ই-ই (উত্তর পাইয়া) শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়।

শ্যামা। কেন মা, কি জন্যে ডাকৃচে, আমি খেলা কত্তে কত্তে এসেছি, শীগ্‌গির বল, আমার জন্যে সব বসে রয়েছে।

মোহিনী। মেয়েটা কেবল ধুলোয় ধুলোয় বেড়ায়, (অঞ্চল দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া) তোকে যে বিয়ের নেমন্তন্ন কর্‌তে যেতে হবে, কাপড় পরে আয়, গয়না পরিয়ে দেই।

শ্যামা। ও মা, কার বিয়ের নেমন্তন্ন মা?

মোহিনী। শুনিস্ নে, তোর দিদির যে আজ্ বিয়ে হবে লো। কেমন রাঙ্গা বর আস্‌বে দেখিস্ দেখি।

শ্যামা। ও মা দিদির যে একবার বিয়ে হয়েছিলো, আবার কি বিয়ে মা? দিদির কি দুবার বিয়ে হবে? যদি আমায় সব জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি কি বল্‌বো মা?

মোহিনী। শুন্‌লি নাপ্তেনী, মেয়েটা কেমন বজ্জাত, ওকে সব বুঝিয়ে বল্‌তে হবে, তবে ও নেমন্তন্ন কর্‌তে যাবে। (শ্যামার প্রতি) তোর সে কথায় কাজ কি? তোর দিদির যবার বিয়ে হোগ না কেন, তোকে বল্লেম, তুই নেমন্তন্ন কত্তে যা।

শ্যামা। মা দিদির যদি দুবার বিয়ে দিলি তবে আমারও দুবার বিয়ে দিতে হবে, আমি কখন দিদির কত্তে কম বিয়ে কর্‌বো না। কেন, দিদির দুবার বর আস্‌বে, আমার বুঝি একবার? তা হবে না মা!

মোহিনী। আঃ মর ছুড়ি, শত্তুরের গো দুবার বিয়ে হোগ, আলাই বালাই তোর কেন দুবার বিয়ে হবে? তোর দিদির কপালে ছিল তাই হলো। এখন যা, কাপড় পরে আয়।

[শ্যামার প্রস্থান।

মোহিনী। দেখ্‌লি নাপ্তেনি, এত টুক মেয়ে, ওর কথা শুন্‌লি, দুবার বিয়ে শুনে আশ্চর্য্য হয়েছে।

রসবতী। ভাই, দিন কতক পরে দেখ্‌তে পাবে, যদি নাপ্তেনি বেঁচে থাকে তবে অমন কত বিয়ে দেবে, প্রথম প্রথম একটা কাজ হলে এই রকম হয়, তার পর কি আর এ রকম থাকবে। এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির মেয়ে সাজিয়ে দেও, অনেক বেড়াতে হবে।

মোহিনী। কোথা গেলি লো শামি, আয় আয়, বেলা হলো।

শ্যামা। এই যে মা এসেছি, এখন চুল বেঁধে দে আর গয়না পরিয়ে দে।

মোহিনী। বোস্‌লো বোস (অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া) এই হয়েছে, এখন যা মা।

শ্যামা। মা, দিদির এ বিয়েতে কি গয়না দিবি বল্‌না?

মোহিনী। তোর সে খবরে কাজ কি? তুই যে কর্ম্মে যাচ্চিস্‌ সেই কর্ম্মে যা, আর পাকাম করে কাজ নাই।

শ্যামা। মা তুই আমাকে বল্‌বিনে, তা দুবার বিয়ে দিস্‌ না দিস্‌, গয়না দুবার দিতে হবে।

মোহিনী। ভাল, তা তখন হবে, এখন যা, তুই বড় বাচাল, কারোর্‌ সঙ্গে কোন কথা কোস্‌নে, নাপ্তেনী সব বল্‌বে।

শ্যামা। তবে চল্লেম, আয় রে নাপ্তেনী আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

রসবতী ও শ্যামার প্রবেশ।

রসবতী। কৈ গো মেয়েরা কোথা গো? কেউ যে খবর নেয় না!

কাদম্বিনী। কে লো রসবতী এসেছিস, আয় আয়, এ মেয়েটী কার রে? দিব্বি মেয়েটী যে! তবে রসবতি, অনেক দিন তোরে যে দেখিনি?

রসবতী। আর বোন্ এক রকমে রাৎ—দিন কাটাই। আর আসৃতে পারি নে, তা দেখ্‌তে পাবে কেমন করে। আজ একটা কাজ পড়েছে, তাই মত্তে মত্তে এলেম। এ মেয়েটী কে তা চিন্‌লে না? এটী অদ্বৈত দত্তের ছোট মেয়ে।

কাদম্বিনী। আহা দিব্বি মেয়েটী যে রে! এসো মা বসো বসো। (রসবতীর প্রতি) তোর তো কখন কাজ কামাই নাই, আজ কি কাজে পড়ে এলি বল্ দেখি?

রসবতী। তোমরা কি শোন নাই গা, অদ্বৈত দত্তের বড় মেয়ে প্রসন্নের আজ বিয়ে, তোমাদের নেমন্তন্ন কত্তে এলেম, সব যেতে হবে, আমি যখন এসেছি তখন কোন ওজর শুন্‌বো না।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনিতা সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা। কি গো রসবতি যে, কি খবর বাছা?

রসবতী। এই মা তোমাদের নেমন্তন্ন কত্তে এলেম, ও পাড়ার দত্তদের বাড়ী প্রসন্নের আজ বিয়ে।

সত্যভামা। প্রসন্নের যে সে বছর বিয়ে হয়েছেল বাছা, আর বছর সে জামাইটী না গেছে? আর কোন্ প্রসন্ন বাছা?

রসবতী। না মা সেই প্রসন্ন। তোমরা কি শোন নাই গা, ভট্‌চায্যিদের ব্যবস্থা নিয়ে সব রাঁড়ের বিয়ে হচ্চে। এ মা সেই বিয়ে।

সত্যভামা। ও মা সে কি গো! কোথা যাব মা! রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা বেরুয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি বিয়ে কত্তে হয়!

রসবতী। মা শুদ্ধ কি ব্যবস্থা বেরুয়েছে, রাঁড়ের বিয়ের আবার আইন হয়েছে।

সত্যভামা। বিয়ে হবে তার আবার আইন কি বাছা?

রসবতী। তা শোন নাই মা। এই যেমন কোম্পানির লোকে সাঁড় ধরে আর গাড়িতে যোতে, তেমনি নাকি আর দিন কতক বই রাঁড় ধরবে আর বিয়ে দেবে।

সত্যভামা। তোরা বাছা কেবল রঙ্গ নিয়ে আছিস। প্রসন্নের বিয়ের কথা শুনে আমার হরি ভক্তি উড়ে গেছে। এ মেয়ে কেমন করে বিয়ে করবে, একি লজ্জার কথা। এ যে ঘোর কলি কাল পড়লো।

ও মা ও মা কোথা যাব লাজে মরে যাই।
মোহিনীর হবে নাকি নূতন জামাই॥
কেমনে এমন বিয়ে করিবে প্রসন্নি।
ধন্য বটে মেয়ে তারে ধন্য বলে গণি॥
কেমনে নূতন বরে বরিবেক মেয়ে।
সত্য সত্য হলো তবে বিধবার বিয়ে॥

ঘুচিল কি সকলের কলঙ্কের ভয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম হলো লোপ অধর্ম্মের জয়॥
আমরা কুলীন ঘরে জন্মিয়াছি বটে।
তবু তো এমন বুদ্ধি নাহি আসে ঘটে॥
ঘরে বসে কি না করি কে দেখে কাহারে।
গঙ্গা জলে ধোয়া মেয়ে আছে কার ঘরে॥
ছমাস নমাস অন্তে কান্তে দেখা পাই।
উপলক্ষ আছে বলে ধর্ম্ম রক্ষা তাই॥
বিপদে পড়িলে ঘরে আসেন জামাই।
যেখানে যা করি দেই তাঁহারি দোহাই॥
বুঝিবার ভুলে যদি বাড়া বাড়ি হয়।
অমুক যে ভাল নয় এই মাত্র কয়॥
এ কি দেখি সর্ব্বনাশ ত্রাস নাই মনে।
ধেড়ে মেয়ে সভা মাঝে আনিবে কেমনে॥
এ বের ঘটক কেবা কেবা এর বর।
কি রূপে এ রূপ কাজে হইল তৎপর॥
প্রসন্ন তো ছোট মেয়ে লজ্জা নাহি তার।
কি হবে মা ছেলে পিলে ঘরে আছে যার॥
হাতে ছেলে কাঁকে ছেলে শুধাবে যখন।
ও মা ও মা কোথা তুমি করহ গমন॥
কি করে প্রবোধ দিবে কি বলিবে তারে।
বলিবে কি যাই বাবা বাবা আনিবারে॥
কি বলিয়া লোক মাঝে দেখাইবে মুখ।
বলিবে কি উথলিল পুরাতন সুখ॥
কোথায় ছেলের হবে শ্রাদ্ধেতে উৎসাহ।
জননী চলিল তার করিতে বিবাহ॥

কোথায় করিবে ছেলে স্বব অন্বেষণ।
জননীর হলো বিয়ে ধনুর্ভঙ্গ পণ॥
উপস্থিত ঘোর কলি দোষ দিব কারে।
ডুবিল ভারত ভূমি পাপের সাগরে॥

রসবতী, তোর কথা শুনে, আমার গায়ে জ্বর এসেছে, এদের কেমন বুকের পাটা, সচ্ছন্দে রাঁড় মেয়ের বিয়ে দিতে চল্লো। নেমন্তন্ন কর্‌তে এসেছ বাছা, তা যাব, আমরা কুলীনের মেয়ে কোথায় না যাই, আমরা সকলে যাব।

রসবতী। তোমরা যাবে না তো কে যাবে? মা এখন তবে আমরা আসি, অনেক বাড়ী বেড়াতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

রামদেব তর্কালঙ্কারের টোল।

হরিহর তর্কবাগীশের প্রবেশ।

হরিহর। তর্কালঙ্কার খুড়ো ঘরে আছেন, এক খান পত্র আছে।

রামদেব। এসো, বাপা এসো, আর বৃদ্ধ হয়েছি, কোথায় যেতে পারি না, এখন পত্রাপত্র যেখান হইতে আইসে, তোমরা না আন্‌লে কে আন্‌বে। কোথাকার পত্র বল দেখি?

হরিহর। কেন আপনি কি শুনেন নাই, অদ্য রাত্রে বড় একটা কৌতুকের ব্যাপার আছে? সেই জন্য আপনার নিকট আস্‌লেম।

রামদেব। ব্যাপারটা কি হে! প্রাপ্তির বিষয়টা কি রূপ অগ্রে বল, পশ্চাৎ অন্য কথা হবে, তোমরা বালক, তোমাদের কৌতুকেই অধিক আমোদ হয়। রুধিরের বিষয়টা কি রূপ বল দেখি?

হরিহর। রুধির যথেষ্ট, অজস্র, যত আকাঙ্ক্ষা করেন। আপনি কি জনশ্রুতিতে শুনেন নাই, অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যার অদ্য বিবাহ হবে? সেই বিবাহে সভাস্থ হওনের নিমন্ত্রণের কথা বল্‌তেছিলাম।

রামদেব। রাম! রাম! কি বল্‌লে, বিধবা কন্যার বিবাহ? ইহাও জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তে দেখ্‌তে হলো। যা শ্রবণ মাত্রেই ঘৃণার উদয় হয় সেই বিবাহে নিমন্ত্রণের কথা বল্‌তেছ? মহাভারত! মহাভারত! এ বিবাহে নিমন্ত্রণে যাওয়া দূরে থাকুক, ওর নামোল্লেখও করো না।

হরিহর। তর্কালঙ্কার মহাশয়, যে কথা আজ্ঞা কর্‌লেন, তা বড় বিচার সঙ্গত হলো না। যে যাহা করে, আপন আপন কর্ম্ম ফল আপনারাই ভোগ করে, মধ্যে মধ্যে আমরা কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের ক্ষতি করি। শুন্‌লাম বিদায় আদায়ের বিষয়টা ভালরূপ বিবেচনা হবে, এবং ফলারের আয়োজনটাও অপূর্ব্বরূপ হয়েছে। আমরা কিছু পুরোহিত নহি, গুরুও নহি, কেবল উপস্থিত হয়ে কিঞ্চিৎ লভ্য কর্‌তে দোষ কি?

রামদেব। (বিদায় ও ফলারের কথা শুনিয়া) বাপা হে যে কথা বল্‌লে মিথ্যা নয়, তবে কি জান নামটা আছে—সম্ভ্রমটাও আছে, লোকে হঠাৎ দোষ দিবে, ইহাই সন্দেহ করি. নতুবা এ কোন্ বিচিত্র কর্ম্ম, অনায়াসেই করা যায়। কেমন হে, ছাত্র পাঠালে হয় না?

হরিহর। না মহাশয়, সেটী হবার উপায় নাই, সকলকে স্বয়ং স্বয়ং সভাস্থ হতে হবে। তর্কালঙ্কার মহাশয়! অনর্থক ভীত হতেছেন কেন? লোকে যাতে দোষ না দেয়, এমত সদ্যুক্তি আছে, তাহাই করা যাবে।

রামদেব। সে কেমন বাপু, বিধবা বিবাহের সভায় সভাস্থ হওয়া যাবে, অথচ লোকে নিন্দা করবে না, এ উভয় দিক্ কি রূপে রক্ষা হবে?

হরিহর। আপনি বৃদ্ধ হয়ে পুরাতন কৌশলাদি বিস্মৃত হয়েছেন। আমরা বিবাহ নিবারণ জন্য সভাস্থ হয়ে বিচার দ্বারা প্রথমে বিলক্ষণ গোল কর্‌বো, পরে "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে খোলা কেটে বামন মরে" প্রত্যাগমন কালীন, গোপনে আশীর্ব্বাদ করে আস্‌বো। এ হলে উভয় দিক্ রক্ষা হলো না?

রামদেব। ভাল বলেছ বাপু, ইহাই যুক্তি সিদ্ধ বটে, যাওয়াই কর্ত্তব্য হলো, কিন্তু এ বিবাহ সম্পন্ন হওনের পূর্ব্বে ভালরূপে আপত্তি কর্‌তে হবে। বিচারে পরাস্ত হলে কদাচ এ বিবাহ দিতে পার্‌বে না।

হরিহর। (স্বগত) বিধবা বিবাহ বিষয়ক লিখিত বিচারেই বড় জয়ী হয়েছেন, এখন বাচনিক বিচারে পরাস্ত কর্‌বেন। কতক গুলিন কটূ কাটব্য বলে আস্‌বেন, এই মাত্র (প্রকাশ) তবে যাওয়াই স্থির হলো, আমি গমন কালীন আপনার টোল হয়ে যাবো।

[হরিহরের প্রস্থান।

অদ্বৈত দত্তের বাটী।

কৃষ্ণসখা পুরোহিতের প্রবেশ, সভাসদ্গণ উপস্থিত।

পুরোহিত। ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ।

অদ্বৈত। প্রাতঃ প্রণাম, আস্তে আজ্ঞা হউক মহাশয়, পদ প্রক্ষালন করুন। ক্রমে লগ্ন নিকটবর্ত্তী হচ্ছে এবং পাত্রও উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটীতে অপেক্ষা করে আছেন।

পুরোহিত। হাঁ, লগ্নের অধিক বিলম্ব নাই, আর আর কর্ম্ম সম্পন্ন করে রাখুন (পদ প্রক্ষালন করিয়া) শুন্লাম, কতক গুলিন ভট্টাচার্য্য বিবাহ কালীন গোলযোগ কর্তে আস্বেন। তাঁদের অভিপ্রায় এই যে বিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত কর্তে না পার্লে, বিবাহ কর্ম্ম আরম্ভ কর্তে দেবেন না।

বাচস্পতি। (সভাসৎ ভট্টাচার্য্য) ভালই তো হে, আমরা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম কর্তেছি না, শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মে বিচারের ভয় কি? বিশেষতঃ বিচার এক রূপ শেষ হয়েছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ বিষয়ক যে সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করেছেন, তাহাতে আপত্তির কোন উপায় দেখি না। যা হউক, কি আপত্তি করেন দেখা যাবে (কর্ম্ম কর্ত্তার প্রতি) এক্ষণে পাত্রানয়নের উদ্যোগ করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

পাত্র ও বরযাত্রগণের প্রবেশ।

পুরোহিত। এই যে পাত্র ও বরযাত্রগণ আস্‌তেছেন, (অন্তঃপুরে স্ত্রী লোকদিগের প্রতি) ও গো, শঙ্খ ধ্বনি কর (শঙ্খ ধ্বনি)

সভাসদ্গণ। (গাত্রোত্থান করে) আসূতে আজ্ঞা হউক মহাশয়েরা, (পাত্রের প্রতি) এসো বাবু, অনেক দূর হতে আসা, এই জন্য এত বিলম্ব হয়েছে, এক্ষণে লগ্ন নিকটবর্ত্তী হলো, শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মারম্ভ করা যাউক।

রামদেব তর্কালঙ্কার ও হরিহর প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণের প্রবেশ।

রামদেব। কে হে শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মারম্ভ করূতে চাহ? ক্ষণেক বিলম্ব কর, অগ্রে কোন্ শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ দিবে তাহা স্থির হউক, পরে বিবাহ হবে। যত নাস্তিক একত্র হয়ে একেবারে ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ করূতে উদ্যত হয়েছ? প্রতি-পক্ষ কে উপস্থিত আছেন অগ্রসর হউন, নতুবা সমুদয় কর্ম্ম ব্রহ্ম শাপে পণ্ড হবে।

বাচস্পতি। নমস্কার তর্কালঙ্কার মহাশয়, একেবারেই এত রাগত কেন? বসুন—শ্রান্তি দূর করুন—ভাল এ বিষয়ের বিচার অবশ্যই হবে। আমরা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম করূতেছি না, শাস্ত্র সম্মতই হচ্চে।

হরিহর। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, প্রথমেই এত ক্রোধ কেন, স্থির হউন, বিচার অবশ্য হবে।

রামদেব। অরে তুমি বুঝ না হে, নাস্তিকদের সহিত সদ্ব্যবহার করাই উচিত নয়, ক্রোধে সমস্ত শরীরের লোম পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হচ্চে, আমরা জীবিত থাকৃতে থাকৃতে এই কর্ম্ম গুলা হবে? অদ্য ইহার একটা শেষ না করে জল গ্রহণ করা নয়। (বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের প্রতি) কে হে, তুমি বিচার কর্‌বে? (বল পূর্ব্বক হস্ত ধৃত করিয়া) বসো, আর বিলম্বের আবশ্যক নাই। আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে কোন্ শাস্ত্রের কোন্ বিধি অনুযায়ী বিধবার বিবাহ দিবে?

হরিহর। (স্বগত) তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রথমেই এই চোট, শেষ কি করেন বলা যায় না। দক্ষালয়ে শিবের বিবাহের গোচটাই বা হয়ে উঠে (প্রকাশ) হাঁ, এ সঙ্গত কথা, বাচস্পতি মহাশয় এক্ষণে প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করুন, ক্রমে মীমাংসা হউক।

বাচস্পতি। বিধবা বিবাহ কোন শাস্ত্রের মতানুসারে হবে, এই জিজ্ঞাসা কর্‌তেছেন। পরাশর সংহিতাতে বিধবা বিবাহের স্পষ্ট বিধি দেখ্‌তেছি, যথা

নষ্টে মৃত প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চাস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ *

স্বামী অনুদ্দেশ হলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌লে অথবা পতিত হলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত। এক্ষণে পরাশর সংহিতার এই বচনের প্রতি আপনার কি আপত্তি আছে?

* এই সমস্ত বচন শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

রামদেব। হা নির্ব্বোধ! পরাশর সংহিতাতে একটা বচন দেখে একেবারে পৃথিবী সুদ্ধ লোককে অন্ধ কর্‌তে চাহ? যে বচন পাঠ কর্‌লে, উহা কোন্‌ বিবাহের পক্ষে? উহা বিধবা বিবাহ বিষয়ক নহে, বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক। পূর্ব্বে বাগ্‌দান কর্‌লে বিবাহ সিদ্ধ হতো, এ জন্য বাগ্‌দত্তা কন্যার স্বামী অনুদ্দেশাদি হলে, সেই কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ কর্‌তে পার্‌বে, ইহাই সংহিতা কর্ত্তার অভিপ্রেত। দেখ, অদ্যাবধি বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে, অতএব ঐ বিধি বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক তাহার সন্দেহ নাই।

হরিহর। (মহা আস্ফালন করিয়া) এই তো বটে মহাশয়, না হবে কেন, সর্ব্বেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র, শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পৌত্র, হবেই তো, না হওয়াই বিচিত্র। এসো তো বাচস্পতি, এখন দেখা যাউক।

বাচস্পতি। আপনারা স্থির হয়ে বিচার করুন, উতলার কর্ম্ম নয়। পরাশরের উল্লেখিত বচন বাগ্‌দত্তা কন্যার প্রতি কি রূপে সংলগ্ন হতে পারে? মাধবাচার্য্য উক্ত বচন উপলক্ষে যে আভাস দিয়েছেন, তাতে বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ কদাব উপলব্ধি হয় না, কারণ প্রথমে বিবাহের বিধি দিয়া পরেই কহিতেছেন। যথা

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিবাহ না করে ব্রহ্মচর্য্যের অধিক ফল দেখাচ্ছেন। যে নারী স্বামীর মৃত্যু হলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গ লাভ করে। পরে সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা অধিক ফল দেখাচ্ছেন। যথা

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

মনুষ্য শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসমকাল স্বর্গে বাস করে। এক্ষণে বিবেচনা করে দেখুন, যদ্যপি (নষ্টে মৃতে) এই বচন বাগ্দত্তা বিষয়ক হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমন অবশ্যই তদ্বিষয়ক হইবেক, কিন্তু ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না, যে সংহিতাকর্ত্তা বাগ্দত্তা কন্যার প্রতি ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনের বিধি দিয়েছেন, অতএব ঐ বচন বাগ্দত্তা বিষয়ক কি রূপে হতে পারে?

হরিহর। (স্বগত) ভাল ধরেছে তো বটে। ভট্টাচার্য্যের বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহার উত্তর কোন মতেই হবে না। ইহার উত্তরই বা কি, দেখ্‌তে পাই না, যা হোক, ভট্টাচার্য্যকে অপদস্থ করা হবে না, এস্থলে আমার কিছু ঘটকালি করা আবশ্যক হচ্চে (প্রকাশ) ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এক কথা লয়ে অধিক বিতণ্ডা করণের সময় নাই, এখন একবার সংক্ষেপে শেষ করে যাউন, আপনার আর কি কি আপত্তি আছে বলুন।

রামদেব। ওহে বাচস্পতি! আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিধবা বিবাহ যদ্যপি বেদ বিরুদ্ধ হয়, তবে কি রূপে শাস্ত্র সম্মত বল্‌বে? ভগবান্ বেদব্যাস স্থির করেছেন।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

যেখানে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর অনৈক্য হবে,

সেখানে বেদই সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ, আর স্মৃতি ও পুরাণে অনৈক্য হলে, স্মৃতিই গ্রাহ্য, অতএব বেদে যদ্যপি এমত দৃষ্টি হয়, যে স্ত্রী লোকের দুই বার বিবাহ করা বিধেয় নহে, তবে তোমার আর কি আপত্তি আছে ?

শ্রীকৃষ্ণ। (আর এক ভট্টাচার্য্য সক্রোধে) ওহে, বেদ-টাই শুন্‌য়ে দেও না, বাচস্পতির আর ভ্রম কেন থাকে।

বলরাম। (ভট্টাচার্য্য) ওহে, বেল্লিক্‌কে ভাল রূপ শিক্ষা দেও, আর কোথাও বিচার কর্‌তে না যায়।

বাচস্পতি। আপনারা তাবতে গোলযোগ করলে বিচার কি রূপে হতে পারে, এবং কাহার কথারই বা উত্তর দিব। কি বেদ বলুন দেখি ?

রামদেব। তোমরা সকলে স্থির হও।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি, তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত ॥

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেই রূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ কর্‌তে পারে, যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেই রূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ কর্‌তে পারে না। এক্ষণে বিধবা বিবাহ বেদ বিরুদ্ধ হচ্চে, তুমি স্মৃতির মতে কিরূপে বিবাহ দিবে ?

হরিহর। (অর্দ্ধ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) বাচস্পতি এখনও ভাল করে বল্‌তেছি, এ কর্ম্মে ক্ষান্ত হও, নতুবা বিচারে পরাস্ত হলে এই বিবাহের যাবতীয় ব্যয় তোমার নিকট লব। বিচার করা সামান্য কথা নয়।

বাচস্পতি। স্থির হও ভাই, অগ্রে বিচার শেষ হউক পরে যা হয় হবে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বেদ হতে যে প্রমাণ দিলেন, অগ্রে ঐ বচনের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহন করা আবশ্যক। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, যেমন এক যূপে দুই রজ্জু এক কালে বেষ্টন করা যায়, সেই রূপ এক পুরুষ এক কালে দুই বা অধিক স্ত্রী বিবাহ কর্‌তে পারে, আর যেমন এক রজ্জু দুই যূপে এক কালীন বেষ্টন করা যায় না, সেই রূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ এক কালীন বিবাহ কর্‌তে পারে না। এই বচনের যে তাৎপর্য্য বল্লেম তাহার পোষকতার জন্য মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে এক বেদ বাক্য উদ্ধৃত করেছেন এবং ঐ বেদের যে অর্থ করেছেন তাহা বল্‌তেছি শ্রবণ করুন।

নৈকস্যা বহবঃ সহপতয়ঃ।

এক স্ত্রীর এক কালীন বহু পতি হইতে পারে না।
সহেতি যুগপদ্বহুপতিত্বনিষেধো বিহিতো ন তু সময়ভেদেন।

এই বেদ দ্বারা এক স্ত্রীর এক কালীন বহু পতি বিবাহ নিষিদ্ধ হচ্চে, নতুবা সময় ভেদে বহু পতি বিবাহ দূষণাবহ নহে। এক্ষণে আপনি বেদের যে প্রমাণ প্রয়োগ কর্‌লেন তা বিধবা বিবাহ নিষেধক কিরূপে হতে পারে?

হরিহর। (স্বগত) বাচস্পতি তো ছাড়্‌বার পাত্র নয়, আমাদের ভট্টাচার্য্যকে গলি ঝাড়া কর্‌লে, শেষে বা পলায়ন কর্‌তে হয়, যা হউক হঠাৎ ছাড়া হবে না। (প্রকাশ) ওগো তর্কালঙ্কার খুড়ো ও খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে ওরূপ বিচারে

হবে না, একে বারে একটা ব্রহ্ম অস্ত্র অব্যর্থ সন্ধানে ত্যাগ করুন দেখি।

রামদেব। (বাচস্পতিকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলপূর্ব্বক হস্ত টানিয়া) আরে ও বাচস্পতি যা বলি তাতে মনঃ সংযোগ কর, কেবল আত্মগর্ব্বে থাকুলেই কি হবে।

হরিহর। (স্বগত) শেষটা হাতাহাতি চুলোচুলিই বা হয়, কিন্তু তাতে আমাকে পারা ভার, সেরূপ বিচারে বিলক্ষণ পটু আছি, মুহূর্ত্তে জয় লাভ করবো। (প্রকাশ) ওহে বাচস্পতি! ভট্টাচার্য্য মহাশয় যা বল্লেন মনোযোগ পূর্ব্বক শুন, মিছা বেল্কম কেন।

রামদেব। (ছাত্রের প্রতি) ওহে, নস্যের ডিবিটা দেও তো, এক বার নস্যটা লই।

হরিহর। এই যে মহাশয় লউন, নস্য ব্যতিরেকে বুদ্ধি যোগায় না। এক বার ভাল করে লাগুন তো।

রামদেব। (নস্য লইয়া) ওহে বাচস্পতি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিধবা বিবাহের যে বিধি দেখাচ্ছ, বিবাহ কালীন বিধবা কন্যাকে কোন গোত্রোল্লেখে সম্প্রদান করবে? স্ত্রী লোক বিবাহ হলেই স্বামীর গোত্রাবলম্বন করে, অতএব পুনরায় বিবাহ কালীন ঐ স্ত্রীকে কোন গোত্র হতে কোন গোত্রে দিবে?

হরিহর। তর্কালঙ্কার মহাশয়! বুঝলেন না, সে সময়ে বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ হবে—স্বামীর গোত্রটা মাঠে মারা যাবে—ওটা ঠিকা ভাড়া খাটার গোছ হবে। ওহে বাচস্পতি! এ কথার উত্তর দেও, নতুবা শেষটা বিভ্রাট্ ঘট্‌বে—বিভ্রাট বুঝ তো? (স্বগত) গোড়া বেঁধে রাখা ভাল।

বাচস্পতি। তর্কালঙ্কার মহাশয়! আপনকার প্রশ্ন

এই যে, বিধবা স্ত্রীর দ্বিতীয় বার বিবাহ কালীন কোন গোত্রোল্লেখে বিবাহ হবে। ভাল, এক্ষণে গোত্র শব্দের অর্থ কি, অগ্রে মীমাংসা করা আবশ্যক।

বিশ্বামিত্রো যমদগ্নির্ভরদ্বাজো গোতমঃ অত্রির্বশিষ্ঠঃ কাশ্যপ ইত্যেতে সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তর্ষীণামপত্যাষ্টকানাং যদপত্যং তদ্ গোত্রমিত্যাচক্ষতে।

বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও অগস্ত্য, এই অষ্ট ঋষির সন্তান পরম্পরাকে গোত্র বলে। অতএব এই শাস্ত্রানুযায়ী যমদগ্নি ভরদ্বাজ ইত্যাদি মুনিগণের সন্তানেরা তত্তৎমুনিগণের নামানুযায়ী গোত্রোল্লেখে বিখ্যাত সুতরাং গোত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ বংশ ভিন্ন আর কিছু উপলব্ধি হচ্চে না। এক্ষণে মীমাংসা করা আবশ্যক যে বিবাহ কালীন কি রূপে গোত্রের উল্লেখ হয়ে থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গ বলেছেন।

বরগোত্রং সমুচ্চার্য্য প্রপিতামহপূর্ব্বকম্।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়েদ্বিদ্বান্ কন্যায়াশ্চৈবমেব হি॥

বরের প্রপিতামহ পূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করবে, কন্যারও এইরূপ, অর্থাৎ বিবাহ কালীন বর ও কন্যা পরস্পর কোন গোত্র অর্থাৎ কোন মুনির বংশোদ্ভব তাহা উল্লেখ করে কন্যা সম্প্রদান করবে। অতএব বর কন্যার আদি পুরুষের নামোল্লেখ করাই যখন শাস্ত্রকর্ত্তার অভিপ্রেত হচ্চে, তখন কন্যার যত বার বিবাহ হউক না কেন সেই পিতৃ গোত্রেরই উল্লেখ করা বিধেয় হচ্ছে। যেহেতু কন্যা যত কাল জীবিতা থাকিবে তাহার পিতৃ কুলের আদি বংশের নাম কোন

ক্রমেই পরিবর্ত্ত হবে না। বিবাহ কালে যখন পিতার গোত্র উল্লেখ করাই বিধেয় হচ্ছে, তখন কোন গোত্র উল্লেখে বিবাহ হবে, ইহার উত্তর স্থলে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

হরিহর। (স্বগত) ভেড়ো যে সকল কথাই খণ্ডন কর্‌তে লাগ্‌লো হে, এখন মানে মানে প্রস্থান কর্‌তে পার্‌লে হয়। (প্রকাশ) তর্কালঙ্কার মহাশয়! এখনও সময় আছে, আর দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করুন।

রামদেব। ওরে নাস্তিক খ্রীষ্টিয়ান, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিবাহ যে দিবি, তার মন্ত্রের কি হবে বল্‌ দেখি, এক স্ত্রীর দুই বার সংস্কার কি রূপে হবে?

হরিহর। (স্বগত) তর্কালঙ্কার খুড়ো এখন আম্‌তা আম্‌তা কর্‌ছেন, যা হউক, গতিকটা বড় ভাল নয়, অধিক বাড়াবাড়ি হলে বিদায় টা পাওয়াই ভার হবে। তার মধ্যে বাচস্পতি যে রূপ ভদ্র ও সুবোধ ব্যক্তি ধরে দু ঘা মার্‌লেও কিছু বল্‌বেন না, কিন্তু ক্রমে খুড়ো মারাই উচিত। (প্রকাশ) ভট্টাচার্য্য মহাশয়! লগ্নের সময় ক্রমে নিকট হচ্ছে, আর অনর্থক কর্ম্ম পণ্ড করণের ফল কি?

বাচস্পতি। না মহাশয়, কিঞ্চিৎ স্থির হউন, বিবাহের মন্ত্র পাঠের যে আপত্তি উপস্থিত কর্‌তেছেন তার মীমাংসা করি।

হরিহর। (স্বগত) আঃ মলো যা, এ যে আবার ছাড়ে না, একি ঘোর বিপদে পড়্‌লেম, কি অযাত্রায় আসা গেছে। (প্রকাশ) ভাল, বলুন শুনা যাউক।

বাচস্পতি। তর্কালঙ্কার মহাশয়! বিবাহ সম্পাদক মন্ত্র সমূহ মধ্যে এমত কোন মন্ত্র আছে যা দ্বিতীয় বার বিবাহে সংলগ্ন হয় না? বিশেষতঃ।

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

কি ক্ষতযোনি কি অক্ষতযোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে, অতএব যখন দ্বিতীয় সংস্কারের স্পষ্ট বিধি দেখা যাচ্চে তখন দ্বিতীয় বার বিবাহের মন্ত্র নাই এ কথা কোন ক্রমেই গ্রাহ্য হতে পারে না।

হরিহর। (তর্কালঙ্কারের কর্ণে কর্ণে) ওগো তর্কালঙ্কার খুড়ো! আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, এখন অনর্থক গোল-যোগ করলে আসল কর্ম্মের ব্যাঘাত হবে। বিবাহ কর্ম্ম আরম্ভ হউক, আপনার অনুমতি দিতে লজ্জা বোধ হয় আমি সে কর্ম্ম সমাধা করতেছি (প্রকাশ) বাচস্পতি মহা-শয়! রাত্রি ছয় দণ্ড অতীত হয়েছে, এই বিচারের জন্য আপনাদের কর্ম্ম পণ্ড করা নিতান্ত অভদ্রের কর্ম্ম, অতএব কর্ম্মারম্ভ করুন, বিচার পরে হবার কি বাধা আছে।

বাচস্পতি। ভাল, তাতে ক্ষতি কি। আমার এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য, যে বিধবা বিবাহ পুনরায় শাস্ত্র বিরুদ্ধ না বলেন।

রামদেব। (মহাক্রোধে) বেল্লিক ব্যাটার কথা শুনেছ হে ভট্টাচার্য্য? আমি যখন এর মধ্যে আছি, তখন অম্‌নি ছাড়া হবে না।

হরিহর। (তর্কালঙ্কারের হস্ত ধরিয়া) ওগো তর্কালঙ্কার খুড়ো! স্থির হও না, রাগ বাড়ালেই বাড়ে, আপনার কোন্ ব্যবস্থা পত্র লিখে দিতে হচ্চে। বাচস্পতি মহাশয়, আপনি কর্ম্মারম্ভ করুন। খুড়ো এখন এসো, এক বার কর্ম্ম কর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করে বাটী যাওয়া যাউক্ (কর্ম্ম কর্ত্তাকে দেখিয়া) এই যে দত্তজা মহাশয়, আপনি কায়স্থ

চূড়ামণি, আপনার তুল্য বিবেচক ও বোদ্ধা এখানে দেখ্‌তে পাই না। বিশেষতঃ আপনার বহু শাস্ত্রে দর্শন আছে, এই জন্যই বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত নিশ্চিত জেনে সাহস পূর্ব্বক এই কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়েছেন। যা হউক আপনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, আমরা নিয়ত আশীর্ব্বাদ না করে জল গ্রহণ করি না। উপস্থিত কর্ম্মে আয়োজনও যথেষ্ট করেছেন।

রামদেব। ওহে হরিহর! আমাদের যদ্যপি আশীর্ব্বাদের জোর থাকে, তবে দত্তজার বাটীতে এরূপ কর্ম্ম সর্ব্বদাই হবে।

হরিহর। (স্বগত) খুড়োর আশীর্ব্বাদের জোর এমনই বটে, সর্ব্বদাই এরূপ বিবাহ হবে তার জন্য চিন্তা নাই (প্রকাশ) তা বটেই তো, আপনার আশীর্ব্বাদে কি না হয়।

অদ্বৈত। (হাস্য মুখে) আপনাদের আশীর্ব্বাদে কি না হতে পারে (ব্রাহ্মণদিগের যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়া) এক্ষণে আপনারা অনুমতি প্রদান কর্‌লে কর্ম্মারম্ভ হয়।

রামদেব হরিহর প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণ } (একত্রে) আঃ আপনার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তি এ প্রদেশে দেখ্‌তে পাই না। আমাদের অনুমতির অপেক্ষায় আর বিলম্বের আবশ্যক নাই "শুভস্য শীঘ্রং" কর্ম্মারম্ভ করুন।

[ভট্টাচার্য্যগণের প্রস্থান ও বিবাহের সঙ্কল্পাদি আরম্ভ।

অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর।

সুলোচনা, সুখময়ী ও রসবতীর প্রবেশ।

সুলোচনা। কৈ গো, কনের মা কোথা গো? বিয়ে ফুরুয়ে যাবে বলে শীগ্গির শীগ্গির এলেম, কৈ বর কোথা?

মোহিনী। এসো মা এসো! বর এখনও বাড়ীর ভিতর আসেন নি, আমরা এই স্ত্রী আচারের উয্যুগ কর্তেছি।

সুলোচনা। কৈ গো, পাড়ার আর সব কোথা? (চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া) এই যে সব এসেছেন। তবে থাক! ভাল আছিস্, হর! ভাল আছিস্, সত্থ! ভাল আছিস্, কত দিনের পর ভাই তোদের সঙ্গে দেখা হলো।

থাক। আর ভাই, ভাগ্গি বিয়ে টা হলো, তাই তোর সঙ্গে দেখাটাই হলো। সুলোচনা! তোর মা যে ভাই তোকে আস্‌তে দিলে? তোকে এক দণ্ডের জন্যে চোকের আড় হতে দেয় না, এই রাত্রে এমন বিয়ে দেখ্‌তে কেমন করে বেরুয়ে এলি?

সুলোচনা। (হাসিয়া) রেতে বেরুয়ে এলেম তাই আশ্চর্য্য হলি, কত লোক যে ভাই দিনে বেরুয়ে আসে, তার কি বল্ দেখি? আজ কাল আবার বেরোবার ভাবনা।

মোহিনী। আমার মা এখনও কোন কর্ম্ম হয় নাই, আমি যাই, বর এলে তোদের ডেকে নে যাব।

[মোহিনীর প্রস্থান।

সুলোচনা। প্রসন্নের বর কত কথা জানে আজ দেখ্‌বো। ভাগ্যি এই বিয়ে দেখ্‌তে এসেছি বোন্, তাই দুটো কথা করে বাঁচবো।

থাক। সে দিগে ফাকী তা জানিস্? একি সেই বিয়ে পেলি যে কনে এক দিকে পড়ে থাক্‌বে, বর নিয়ে সমস্ত রাত আমোদ কর্‌রি। এ বিয়ের বাসর ঘরে তিষ্ঠান ভার হবে, পালাবার পথ পাবি না।

সুলোচনা। তা তখন বুঝ্‌বো। বর তো প্রসন্নের চির কালের লো, আমাদের আজ বৈতো নয়। এক বার এলে হয় তখন দেখিস্। এখন ভাই চল্, বাহিরে বর বসে আছে, ঐ দিক দিয়ে দেখে আসি।

[স্ত্রীলোকদিগের বর দেখিতে গমন।

সুলোচনা। (স্বগত) আহা দিব্বি বরটী যে গা, ছেলেটী দেখে দুঃখ হচ্চে, এমন ছেলের কপালে এই বিয়ে ছিল। তা বেটা যেমন তেমন হোগ বরের অদৃষ্টটা ভাল, একেবারে রাঁধা ভাত পেলে। প্রসন্নের অদৃষ্টটাও ভাল বল্‌তে হবে আমাদের মত চির কালটা জ্বলে পুড়ে মর্‌তো—সর্ব্বনাশী একাদশীর ভার বইতো, সে সব দায় এড়ালো। আমাদের মত আলো চাল্ খেতে হবে না—চড়ুকির হাসির মত কেবল মুখে ধম্ম ধম্ম করে মর্‌তে হবে না।

রসবতী। কি গো, কেমন বর দেখ্‌লে?

সুলোচনা। এই যে নাৎনী, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্যে তোকে খুজ্‌তেছিলেম! ঐ দেখ্ দেখি, বরের

পাশে উটি কে বসে রয়েছে, ওঁকে দেখে মনটা কেমন কচ্চে, যেন কোথায় দেখেছি বোধ হচ্চে।

রসবতী। কি গো ওঁকে একেবারে চিন্‌তে পাল্লে না। আমরা তো ভাল, খেলেম না ছুঁলেম না তবু তো ভুল্‌তে পাল্লেম না, তুমি একেবারে সব ভুলে গেলে। এই ভাই ভাল বাসা ভাল বাসা কর, ভাল বাসা খায়, না পরে। আমরা তো বয়েস্ কালে ভাল ছিলেম গা, যাকে এক বার ভাল বাস্‌তাম, তাকে কি আর ভুলতাম। লোকে বলে মেয়ে মানুষের ভাল বাসা আর পাখির বাসা, আছে তো আছে নাই তো নাই, তাই সে কথা তো মিল্লো, এক বার ভাল করে দেখ দেখি।

সুলোচনা। মর্ মাগী, তোর মন জান্‌বার জন্যে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম। দিন রাত যাকে মনে মনে দেখ্‌তেছি তাকে কি আবার চিন্‌তে হয়। এখন বল্ দেখি রসবতী উনি কতক্ষণ থাক্‌বেন?

রসবতী। তুমি যেমন ভুলেও রসবতীকে এক বার ভাব না রসবতী তোমার জন্যে দিন রাত ভেবে মরে। তুমি কেমন করে জান্‌বে, এবাড়ী যে মন্মথের মামার বাড়ী, এখনি জল খেতে এলে তোমার সঙ্গে নির্জনে দেখা হবে। তাই এখন বুঝে দেখ দেখি, তোমাকে এত লুকিয়ে চুরিয়ে এখানে কেন আন্‌লেম।—বিয়ে কি কেউ কখন দেখে নি, তাই তোমাকে বিয়ে দেখাতে আন্‌লেম? ভেবে দেখ দেখি ভাই, সে দিন কেমন হবে, যে দিন ঐ বর আর এই কনে, মনের সুখে এই রকমে বিয়ে দেবো? তখন ভয় থাকবে না—ভাবনা থাকবে না—মনের মত মন্মথকে নিয়ে সচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে।

সুলোচনা। রসবতী, তুই আশায় আকাশের চাঁদ হাতে দিস্, তোর কথায় এত দিন বেঁচে আছি। বিয়ের কথা বল্‌তেছিলি, পোড়া দেশে কতকগুলিন লোক না মলে আর কতকগুলিন না হলে, রাঁড়ের বিয়ে কি সর্ব্বত্রে চল্‌বে? এই একটা বিয়ে হচ্চে, দেখিস্ দেখি এর কত গোল হবে। এক কর্ত্তা বল্‌বেন, ওর বাড়ীতে ভাত খাওয়া হবে না, আর এক কর্ত্তা বল্‌বেন, এ বিয়ের পুরুত বরযাত্রদের একঘরে করা উচিত। ভাই এই সব বুড়ো বুড়ো কর্ত্তারা এক বার ভুলেও ভাবেন না, যে বিধবা হয়ে কত লোক কত কি কচ্চে। যারা কিছু না করে ধর্ম্ম পথে আছে, তাদের ক্লেশটাও তো ভাব্‌তে হয়, তাদের বাঁচবার সাধ কি থাকে বল্ দেখি?

রসবতী। ভাই রাঁড়ের বিয়ে এখন গণ্ডা গণ্ডা হবে, যদি বেঁচে থাক-আর বেঁচে থাকি তবে কত বিয়ে দেখাব।

সুলোচনা। সে যা হবার তা হবে, এখন বল্‌দেখি উনি কখন বাড়ীর ভিতর আস্‌বেন?

রসবতী। তুমি এখন স্ত্রী আচার দেখ্‌তে যাও, আমি সব ঠিক্ করে তোমাকে ডেকে আন্‌বো এখন।

সুলোচনা। সেই কথাই ভাল, আমাকে ভাই ডাকিস্। ঐ বর বাড়ীর ভিতর যাচ্চে, আমরা স্ত্রী আচার দেখিগে।

কামিনীগণের স্ত্রী-আচার দেখিতে গমন।

হর। ঐ লো বর আস্‌ছে, খাক শাঁকটা বাজা, ওলো ভাবিনী তোরা সব উলু দে।

ভাবিনী। আগে এই পিঁড়ী খানা পেতে দেই। তুই

ভাই হাইআমলা ঝালঝাড়া বাটা নে আর, অম্‌নি বরণ-ডালা আর শ্রীটে আনিস্। (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ রুনের মা কোথা, বর এলো গিন্নির খবর নাই, এ কেমন গো।

হর। তুই যেমন চোকের মাথা খেয়েছিস্, ঐ যে মোহিনী এসেছে, আয় সব আয়, বরণ কর্‌বার উয্যুগ করি। (বরকে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান করাইয়া) (স্বগত) আহা! দিব্বি ছেলেটি, মুখ খানি যেন ছাঁচে তুলেছে, প্রসন্নের কপালটা ভাল বল্‌তে হবে। (প্রকাশ) আয় গো মোহিনী আয়, তোর জামাই বরণ কর্‌সে (অন্যান্য কামিনীগণেরে প্রতি) তোরা ভাই ধৃতরোর পিদ্দীম গুলো জ্বাল, চিতের কাটী একুশটা গুণে দিছিস্।

ভাবিনী। তোর আর গিন্নেপানা দেখে বাঁচিনে, আমরা কি কখন বিয়ে দেখিনি তা এ দিছিস্ ও এনেছিস্, জিজ্ঞাসা করতেছিস্? এই সব এনে রেখেছি। তুই আগে তুক তাক গুলো কর, এই কুলুপ নে (কর্ণে কর্ণে) এই মাকুটা নিয়ে বরকে এক বার ভ্যা করা দিকি দেখি।

হর। (বরকে সম্বোধন করিয়া) ভাই! আজ ওজর কল্লে চল্‌বে না। (হস্তে মাকু দিয়া) এই হাতে দিলেম মাকু ভ্যা কর তো বাপু।

বর। এ সব দেখে শুনে আমার ভ্যা করাই সাব্যস্ত হলো, এখন আর কি বাকী আছে তা বল।

হর। এই যে, তবে নাকি বর কথা জানে না? বাকী যা আছে তা ভাই প্রসন্ন কর্‌বে, আমাদের বল্‌তেছ কেন?

ভাবিনী: ও লো, ও দিগে কন্যা সম্প্রদানের সময় বোয়ে যায়, শীগ্‌গির শীগ্‌গির কর্ম্ম সেরে নে।

হর। আমাদের সব হয়েছে, এখন বর নে গেলেই হয়। এই যে বর কনে নিতে এসেছে। চল্ ভাই চল্, আমরা এখন বাসরের উয্যুগ সুযুযুগ করিগে।

[স্ত্রীলোকদিগের বাসরসজ্জায় গমন।

রসবতীর প্রবেশ।

রসবতী। (সুলোচনার কর্ণে কর্ণে) ও গো এই বেলা এসো, এর পর গোল হবে।

সুলোচনা। চল্ চল্, দেখা হলে ভাই আগে আমি কি বল্‌বো? বড় লজ্জা কর্‌তেছে, তুই আমাকে দুই একটা কথা শিখ্য়ে দে, তাই আগে বল্‌বো।

রসবতী। ইস্! যেন ভাজা মাচ্‌টা উল্‌টে খেতে জানেন না, আমি ওঁকে কথা শিখ্য়ে দেব তাই উনি বল্‌বেন, কেন আমার সঙ্গে এত কথা কইতে পার আর এর বেলা বোবা হলে? (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি গো! তুমি যে ভয়ে কাঁপ্‌তেছ, আর যে চল্‌তে পার না। যার জন্যে পাগল হয়েছিলে, তার সঙ্গে কথা কইতে এত ভয়, সে কেমন গো!

সুলোচনা। কে জানে ভাই, আমার বড় ভয় কর্‌তেছে (লজ্জিত হইয়া) দূর মাগী বুঝিস্‌নে, এ আহ্লাদের ভয়। চল্ এখন চল্, ভয় ভেঙ্গে যাবে এখন।

রসবতী। এই যে গো, এই ঘরে আছেন, এখানে এখন কেউ আস্‌বে না, নির্ভয়ে এসো। (ঘরে প্রবেশ

করিয়া) এই নেওগো বাবু, তোমার সুলোচনাকে নেও, ছেলে মানুষ বড় ভয় পেয়েছে, তুমি নইলে ওর ভয় ভাঙ্গতে কেউ পারবে না। ভাই! আমার কর্ম্ম তো আমি কল্লেম, এখন তোমার হাত যশ।

মন্মথ। রসবতি! তোর কর্ম্ম কি এখনই ফুরুলো, এই তো কর্ম্মের আরম্ভ (সুলোচনাকে সম্বোধন করিয়া) কি ভাই! এত লজ্জা কেন? তোমার তো আর বিয়ে নয়? বসো এই খানে বসো।

রসবতী। (সুলোচনার প্রতি) মুখের কাপড়টাই খুলে বসো, এখানে কি ভাই কনে দেখা দিতে এলে? ও গো বাবু! এক বার এই প্রদীপের নিকট এসো দুজনের শুভ দিষ্টিতে হউক, দেখে যাই। দূরে দূরে দেখেছ, এক বার নিকটে নিকটে দেখ।

মন্মথ। ওগো রসবতি! যাকে দিন রাত মনে মনে দেখ্‌তেছি, তাকে কি ভাল করে দেখতে হয়? যার প্রেম-প্রদীপ মনের মধ্যে দিন রাত জ্বল্‌তেছে, তাকে দেখ্‌তে কি আর এ প্রদীপের আবশ্যক করে? বরং তোমার সুলোচনাকে দেখ্‌তে বল, ওঁর যে দেখা চোকের দেখা, তার পর তো আর মনে থাকে না।

সুলোচনা। (স্বগত) প্রথমে কথাতেই জিতে যান, এ ভাল নয়, আর নাচ্‌তে বসে ঘোম্‌টা দিলে কি হবে, (অতি মৃদুস্বরে) ওলো রসবতি! উল্টো কলির উল্টো বিচার দেখ, এ কথা কখন শুনেছিস্ যে মেয়ে মানুষের চোকের দেখা আর পুরুষের মনের দেখা? এই নূতন কথা শুনে যা। মেয়ে মানুষ কি নিত্য নূতন দেখ্‌তে পায়? পুরুষেই তা দেখে। যে অনেক দেখে সে কি সব

মনে রাখে? যে এক জনকে দেখে, সে এক জনকেই মনে রাখে।

মন্মথ। (স্বগত) আহা! এমন মধুর স্বর কখন শুনি নাই, যেন সহস্র কোকিল ঝঙ্কার কর্‌তেছে, আজি আমার কি শুভাদৃষ্ট! এমন গুণবতীর সহিত মিলন হলো। (প্রকাশ) কেমন গো রসবতি! এখন তো লজ্জাবতীর লজ্জা ভাঙ্গলো, যেমন করে হউক কথা তো শুন্‌লেম।

রসবতী। কেন গো বাবু তোমার কি কথা শোন্‌-বারও আশা ছিল না? এই কি অনেক হলো? কত কথা শুন্‌বে এখন শুন। আমার ভাই আজ্ অনেক কর্ম্ম আছে, আমি যাই (সুলোচনার কর্ণে কর্ণে) দেখ ভাই! যেন বিয়ে ফুরুলে ছাঁদলায় নাথী হয় না।

[রসবতীর প্রস্থান।

মন্মথ। ভাই! অনেক দিনের আশা আজ্ তোমার দেখা পেয়ে সফল হলো। যেদিন তোমারে দেখেছি সেই দিন অবধি যে কি রূপে আছি, তা ভাই যদি মন খুলে দেখাবার হতো দেখাতেম, মুখে কত বল্‌বো।

সুলোচনা। আমিও কি সচ্ছন্দে ছিলাম? রসবতী যদি না থাকৃতো, এত দিন পাগল হতেম। কি কর্‌বো, মা, বোন, ভাজ, এদের সাক্ষাতে দুদণ্ড বসে ভাব্‌তেও পারি নে। আজ্ কত কৌশলে নাপ্তেনী বিয়ে দেখাতে এনেছে, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হলো, না এলে তাও হতো না। (হাসিতে হাসিতে) ভাই! পুরুষের মন তো

মেয়ে মানুষের মত নয়, এক জনের কাছে বদ্ধ হয়ে থাকে না। কেনই বা থাকবে? একটা ছেড়ে দশটা দেখতে পায়, মেয়ে মানুষের মন তো তেমন নয়, এক বার যাকে ভাল বাসে, তাকে কি আর ভুলতে পারে? না মলে আর সে ভালবাসা যায় না।

মন্মথ। কি বল্লে ভাই, ভাল বাসা রমণীর যেমন পুরুষের তেমন নয়, তবে তো তুমি ভাল বাসা কারে বলে তা জান না। ভাল বাসা হলো মনের ভাব, তা কি পুরুষের এক রকম আর স্ত্রীলোকের এক রকম? যথার্থ যে ভাল বাসা তা এক প্রকারই হয়।

সুলোচনা। সে কথা ভাই সত্য, তুমি অনেক বার ভাল বেসেছ, ভাল বাসা কারে বলে তা ভালই জান। আমি কেমন করে জানবো, আর কখনও তো ভাল বাসি নি। "জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস" এই সবে আমার হাতে খড়ী।

মন্মথ। যথার্থ ভাই! ভাল বাসা কি দুবার হয়? যে দুবার ভাল বেসেছে সে আদৌ এক বারও ভাল বাসে নাই, এখন ক্রমে রাত অধিক হচ্ছে, এক ভাল বাসা নিয়ে ঝকড়া করলে কি হবে, যে যেমন ভাল বাসে ক্রমে আপনা হতেই ভাল রূপে প্রকাশ হবে। আজ ভাই যেন বিয়ের উপলক্ষে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, পরে কি হবে তার উপায় স্থির কর, নতুবা তোমার কি রূপ বলতে পারি না, আমার জীয়ন্তে মৃত্যু হবে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) যদি সফল হয়, তবে একটা ভাল উপায় আছে।

সুলোচনা। কি উপায় স্থির করেছ বল দেখি?

মন্মথ। দেখ ভাই, এখন তো বিধবা বিবাহ সর্ব্বত্রেই

হতে চল্লো, যদি তুমি সম্মত হও তবে তোমার পিতার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করি। তাঁহার অভিপ্রায় হলে, আর কোন ভাবনা থাকবে না।

সুলোচনা। (আশ্চর্য্য হইয়া) এই উপায় স্থির করেছ! না ভাই, হিত করতে বিপরীত হবে, সে কর্ম্মে কাজ নাই। বাবা তো তেমন নয়, এ বিয়ের নাম শুন্‌লে ক্ষেপে উঠেন, তিনি আবার আমার বিয়ে দেবেন? ভাই কেঁচো খুড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ বার্ করবে কেন? তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এই সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, অদৃষ্টকে আর অধিক বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

মন্মথ। শুনেছি স্ত্রী লোক পুরুষ অপেক্ষা অধিক চতুর, অতএব তুমি ভাই এর যে উপায় হয় কর।

সুলোচনা। এর উপায় আমাকেও করতে হবে না, তোমাকেও করতে হবে না, রসবতী করবে। এখন ক্রমে রাত অধিক হচ্চে, এক বার বিয়ের বাসর ঘরে যাই, পরে রেতে রেতেই ঘরে যেতে হবে। আবার শীগ্গির দেখা হবে।

মন্মথ। (সুলোচনার হস্ত ধরিয়া) ভাই! তোমাকে যাও বলে বিদায় দিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাকে অতি যত্ন পূর্ব্বক প্রাণের সঙ্গে রেখেছি, তাকে যেতে দিলে যে প্রাণ শুদ্ধ যাবে। শীগ্গির দেখা হবে বল্‌তেছ, যদি তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় দেহে প্রাণ অবস্থিতি করে তবেই দেখা হবে, নচেৎ এই দেখা শেষ দেখা—

সুলোচনা। বালাই, শত্তুরের সঙ্গে শেষ দেখা হোগ। যে যাকে ভাল বাসে সে তাকে কি অম্‌নি কথা বলে। আর অধিক ক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয়। পরের বাড়ী, কে কি মনে করবে।

মন্মথ। একান্তই যদি যাবে, তবে প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ এই অঙ্গুরীটী ধারণ কর, যদি সহজে না মনে পড়ে, এই চিহ্ন দেখে মনে করো যে এক জন তোমার প্রণয়পাশে যাবজ্জীবন বদ্ধ হয়ে আছে, এক জন দিবা রাত্রি তোমাকেই ধ্যান করতেছে, এক জন তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না।

সুলোচনা। (স্বগত) হা! অভাগিনীর অদৃষ্টে পরিশেষে এত সুখ ছিল, স্বপ্নেও জান্‌তাম না! যার জন্য আমি নিরন্তর ব্যাকুল চিত্তে কাল যাপন করছি, সে আমার জন্য এখন ততোধিক ব্যাকুল হয়েছে, এ ভ্রমেও জান্‌তাম না। যা হউক, বাল্য কাল হতে উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হওন পর্য্যন্ত এরূপ সুখ সম্ভোগ কখনই হয় নাই। হায়! যদি এই গুণ নিধিকে পতি বলে চিন্তা করতে পারতাম! (প্রকাশ) যদি স্মরণের চিহ্ন অঙ্গুরী আমাকে দিলে তবে আমার অঙ্গুরী তোমাকে ধারণ করতে হবে। (অঙ্গুরী পরিবর্ত্ত করিয়া) আহা! দেখ দেখি কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে!

মন্মথ। সুলোচনা! আজ্ আমাদের গন্ধর্ব্ব বিবাহ হলো, এখন তোমাকে বিবাহিতা স্ত্রী বলে চিন্তা করবো। (গাত্রোত্থান করিয়া) এখন তবে বিয়ে দেখতে যাও, আমিও বর যাত্রদের আহারাদির উদ্যোগ করতে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিবাহের বাসর ঘর।

সুলোচনার প্রবেশ।

সুলোচনা। এই যে বর এসেছে, ওলো হর! বর যে ঘুমুচ্চে, কে ঘুম পাড়ালে লো?

হর। সুলোচনা! তুই ভাই এতক্ষণ কোথায় ছিলি, বিয়ে দেখ্‌তে এসে কোথায় দুদণ্ড আমোদ কর্‌বি, না রসবতীর সঙ্গে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চিস্‌, তোর ভাজ্‌ তোকে খুজ্‌তেছিল। বর ঘুমবে কেন লো, তুই ডাক্‌ দেখি, উঠ্‌বেন এখন। উনি অমন জেগে ঘুম্‌য়ে থাকেন।

সুলোচনা। (বরকে সম্বোধন করিয়া) ভাই! আজ-কেই কি তোমার যত ঘুম এসে পড়্‌লো? ঘুম কি এতই হলো, আমরা কি আর কেউ নই? আমরা কি ভাই তোমার ঘুম দেখ্‌তে এলেম?

বর। (গাত্রোত্থান করিয়া) ঘুমবো কেন গো, তোমরা কি সকলকে ঘুমুতেই দেখ? তোমাদের দেখে শুনে আর মুখে কথা সচ্চে না।

সুলোচনা। এ কেমন বর গো? তুমি কি কখন মেয়ে মানুষ দেখ নাই গা, তা আমাদের দেখে মুখে কথা সচ্চে না। আমাদের প্রসন্ন তো ভাল, তুমি এখানে না থাক্‌লে এত ক্ষণ কত কথা কইতো।

বর। তোমাদের প্রসন্নের বিয়ে পুরাণ হয়েছে, আমার এই নূতন বিয়ে, তোমাদের প্রসন্ন এক বাসর দেখেছে, ফিরে বাসর নে পড়েছে, আমি তো কখন বাসর দেখি নাই তা আমাকে মিছা ভৎসনা কর্‌তেছ কেন?

সুলোচনা। এখন ক্রমে রাত শেষ হলো, তোমার একটী গান শোন্‌বার জন্যে আমরা সব বসে রয়েছি, আমাদের ভাই একটী গান শোনাও।

বর। তাই এতক্ষণ বল্‌তে নাই? কি গান গাব বল দেখি, বল্ মা তারা গোছ, একটা রামপ্রসাদী গাব?

সুলোচনা। ওমা! আমরা কি তোমার রামপ্রসাদী শোন্‌বার জন্যে বসে রয়েছি? রামপ্রসাদী গেয়ে ভিক্ষা করে, আমরা ঢের শুনেছি।

বর। তবে একটী সখী সম্বাদ গাই?

সুলোচনা। কেন আমরা কি কখন কবি শুনি নাই, তা তোমার কাছে সখী সম্বাদ শুন্‌বো?

বর। তবে একটী রামমোহন রায়ের গীত গাই।

সুলোচনা। একি "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" বাসর ঘরে রামমোহন রায়ের গান?

বর। তবে সব গোল ঘুচ্‌য়ে একটু হরি সঙ্কীর্ত্তন করি?

সুলোচনা। কেন, আমাদের তো অন্তিম কাল উপস্থিত হয় নাই, তা তুমি হরি সঙ্কীর্ত্তন কর্‌বে? হরি সঙ্কীর্ত্তন শোন্‌বার অনেক সময় আছে। যদি ভাই গাও তবে আর তামাসায় কাজ নাই।

বর। তবে কি গান গাব তোমরাই বল। একটী নিধু বাবুর টপ্পা গাই?

সুলোচনা। দেখ্‌লো হর দেখ্, তবে নাকি বর রসিক নয়? আমি তো বলেছিলাম, "ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল্" আছে, বাসর ঘরে টপ্পা নইলে কি হরি সঙ্কীর্ত্তন না রামমোহন রায়ের গান ভাল লাগে, যার, যা অঙ্গ। (বরের

প্রতি) যাই, রাত শেষ হয়েছে, আমাদের সব এখনি বাড়ী যেতে হবে, একটী টপ্পা গাও শুনে যাই।

বর। গীত—

এখন রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোক নিশী অবসান॥
অরুণ উদয় হবে, সুকমল প্রকাশিবে,
কুমুদ মুদিত হবে, শশী যাবে নিজ স্থান।

এই তো গান গাইলেম, এখন তোমারে ভাই একবার নাচ্‌তে হবে "না" বল্লে শুন্‌বো না।

হর। এই বার দেখা যাবে সুলোচনা, বড় বরের সঙ্গে লেগেছিলে, এখন নাচ দেখি, কেমন মেয়ে দেখি।

সুলোচনা। ওলো বুঝ্‌তে পাল্লিনে, সমস্ত রাত জেগে বরের বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে, তা না হলে ভাল মানুষের মেয়েদের নাচ্‌তে বলেন? এখন সকাল হলো বাড়ী যাই।

বর। তোমরাই দেখগো হার্ কার হলো, আমাকে বোবা বল্‌তেছিলেন, এখন পালায় কে দেখ।

সুলোচনা। (গমনোদ্যোগে গাত্রোত্থান করিয়া) ওলো হর তোদের বরের জিত হয়েছে, ওঁর মাথায় জয় পত্র বেঁধে দিস্, আমরা এখন চল্লেম। আয় লো রসবতী আয়, বৌ আয়, বাড়ী যাই।

রসবতী। চলগো চল, পাল্কি বসে রয়েছে, আর দেরি করে কাজ নাই। আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাব না, কাল দেখা হবে।

[সুলোচনা ও সুখময়ীর প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

বিশ্বেশ্বর বসুর বাটী।

দিগম্বর সেন ও বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতকগুলিন পড়সী উপস্থিত।

বিশ্বেশ্বর। সেনজা, এখন হিঁদুয়ানী নে ধুয়ে খাও, কাল পাড়ায় সচ্ছন্দে রাঁড়ের বিয়ে হয়ে গেল, হাত দিয়ে রাখ্‌তে পাল্লে? আমি তো বলেছিলেম যে যখন বিধবা বিয়ের আইন জারী হতে চল্লো, তখন আর এ কর্ম্ম আট্‌কাবে না।

দিগম্বর। (তামাক খাইতে খাইতে) ওহে বোস্‌জা একটা বিয়ে হয়ে গেল বলে কি হিঁদুয়ানী গেল? কত লোক যে খ্রীষ্টান হচ্চে, তাই বলে কি সকলের জাত যায়? কতকগুলা বেল্লিক যুটে এ কর্ম্ম করেছে বইতো নয়, তা এর ফল হাতে হাতেই দেখ্‌তে পাবে। সম্প্রতি অদ্বৈত দত্তের মাতার শ্রাদ্ধ নিকট হয়েছে, এখন এসো সকলে দলবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করি, ওর বাড়ীতে কাহারও যাওয়া হবে না, তা হলেই বাছা টের পাবেন। "যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসম্মা" যেমন সকলকে ছেটে বিয়ে দিলেন তেমনি কাঁদ্‌তে হবে।

বিশ্বেশ্বর। সেনজা, এখন আর দলাদলীতে কি হবে, এদিকে গলাললি হয়ে উঠেছে। শ্রাদ্ধেতে কেউ যাবে না

বল্‌তেছ, কাকে নিয়ে থাক্‌বে বল দেখি? এদিকে যে "নরক গুলজার" হয়েছে তার খবর রাখ? আমরা যে কএক জন এখানে বসে রয়েছি, এর মধ্যে অনেকের বাড়ীর ছেলে পিলে কাল কন্যা যাত্র গেছলো, তা জান? কারেও কি কিছু বল্‌বার যো আছে? এখন ক্রমে ক্রমে সর্‌তে পাল্লেই হয়, আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না।

দিগম্বর। ওহে ভাই লুকিয়ে চুরিয়ে কে কোথায় গেছলো, তা ধর্‌তে গেলে কি কর্ম্ম চলে? অনেকে তামাসা দেখ্‌তে গেছলো, তাই বলে কি তাদের কন্যা যাত্র যাওয়া হয়েছে?

বিশ্বেশ্বর। সেনজা, তামাসা দেখ্‌তে গেলে তো বাঁচ্‌তেম্, সকলেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সেরে এসেছেন তার কি বল দেখি? বল্‌তে লজ্জা হয়, এই বাঁড়ুয্যে মহাশয় বসে আছেন, ওঁর ছেলে, কাল বিয়ে বাড়ীতে পরিবেষণ পর্য্যন্ত করেছেন, তার কি বল দেখি?

বন্দ্যোপাধ্যায়। (রাগান্বিত হইয়া) কি বল্লে হে তুমি? আমি গৌরীকান্ত বাঁড়ুয্যের সন্তান, আমার ছেলে বিধবার বিয়েতে কন্যাযাত্র পরিবেষণ করেছে? তুমি কায়স্থ চূড়ামণি হয়ে এই কথাটা বল্লে হে, আমার বংশে কি এ কথা সম্ভব?

বিশ্বেশ্বর। বাড়ুয্যে মহাশয়, রাগ করেন কেন? "ঠক বাচ্‌তে গাঁ ওজড়" হয়েছে, মাতা মুণ্ডু বল্‌বো কি বল দেখি, রামদেব তর্কালঙ্কার, যাঁর দোহাই দিয়ে আমরা বেড়াই, যিনি এ প্রদেশে এক জন মহামান্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, তিনি কাল রাত্রে সচ্ছন্দে সভাস্থ হয়ে বিদায় পর্য্যন্ত গ্রহণ করে এসেছেন। তা বাড়ুয্যে মহাশয় তোমার

আমার কি দোষ বল দেখি? যাঁদের ব্যবস্থা নিয়ে ঝকড়া কর্‌বো, তাঁরাই অগ্রসর হলেন, আমাদের আর মিছে গোল কল্লে কি হবে?

বন্দ্যোপাধ্যায়। বল্লে কি সেনজা, আমি যে তোমার কথা শুনে আশ্চর্য্য হলেম, তর্কালঙ্কার মহাশয় এই বিয়েতে গিয়ে বিদায় পর্য্যন্ত লয়ে এসেছেন? আমরা আর কোথায় আছি।

দিগম্বর। ওহে, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন যাতে আর না হয় তার চেষ্টা করা উচিত।

বিশ্বেশ্বর। আমাকে যে দিকে টেনে নেযাও সেই দিকেই যাব, কিন্তু একটা কথা আগে বলে রাখি। যিনি যত চেষ্টা করুন, বিধবার বিবাহ কেহ বন্ধ করতে পার্‌বেন না; দেশের লোকের চোক্ ফুটেছে, আর কেহ টোলের ব্যবস্থা শুন্‌বে না, টোল সব টোলখেয়ে গেছে, ক্রমে হিঁদুয়ানীর টোল উঠ্‌লো, এখন একে একে হরিবোল দিয়ে সরে যেতে পাল্লেই হয়, অতএব মিছা মিছি কেন একটা গোল কর্‌বে? এখন এই রূপেই চলুগ, পরে যা হয় দেখা যাবে। যাই এখন প্রাতঃকৃত্যাদি হয় নাই।

[সকলের স্ব স্ব ভবনে গমন।

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর।

সুলোচনার শয়নমন্দিরে রসবতী নাপ্তেনীর প্রবেশ।

রসবতী। কি গো, কাল্ রাত জেগে এখনও ঘুমচ্চো গা? এত ঘুমের ঘোর কেন, কেউ কি কখন রাত জাগে না।

সুলোচনা। রসবতি এসেছিস্? তোকে স্বপ্নে দেখ্‌তে-ছিলেম, তোর লো যেমন রাত জাগা অভ্যাস আছে, আমার তো আর তা নাই, তুই অমন সাত রাত সাত দিন জেগে কাটাতে পারিস্।

রসবতী। এই ভাই তোমারও রাত জাগা অভ্যাস করে দিচ্চি, তার একটা ভাবনা কি। আমাদের ভাই বাজে রাত জাগা, তোমার কাজের রাত জাগা হবে। এখন সে দিন মন্মথ বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে, নাপ্তেনীর কথা বিশ্বাস হয়েছে কি না বল দেখি?

সুলোচনা। তোকে কোন্ কালে অবিশ্বাস করেছি লো? এখন তুই না হলে যে শেষ রক্ষা হয় না, বিয়ের উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়েছে, এখন মধ্যে মধ্যে দেখা হবার উপায় কি বল্? দিন রাত কেবল তাঁর রূপ মনে জাগ্‌তেছে, কেবল তাঁকেই ধ্যান কর্‌তেছি।

রসবতী। আমি ভাই একটা উপায় ঠিক্ করেছি, তা অনায়াসে হতে পারে। তুমি এই ঘরে একা থাক, জান্‌লা দিয়ে সচ্ছন্দে মানুষ আস্‌তে পারে। যদি তুমি

সম্মত হও তবে আমি মন্মথ বাবুকে আজ্ রাত্রে তোমার ঘরে আন্‌তে পারি, শেষরাত্রে এই জান্‌লা দিয়ে নেবে যাবেন, রাত্রে আর তোমার ঘরে কে আস্‌বে?

সুলোচনা। তোর এত বুদ্ধিও আসে, আমাদের ভাই এত আসে না। জান্‌লা দে আস্‌বেন বল্‌তেছিস্, উঠ্‌বেন কেমন করে?

রসবতী। তোমার ভাই তা ভাব্‌তে হবে না, তুমি কেবল ঘরের দোর বন্ধ করে শুয়ে থেকো, বাকি সব আমি কর্‌বো। আর ভাই আমি তোমার কাছে সর্ব্বদা আস্‌বো না, কি জানি কেউ যদি কিছু মনে করে। মাঝে মাঝে এসে সব বলে যাব।

সুলোচনা। তবে নাপ্তেনি আজ্ রেতে তাঁকে আনিস্, যেন দুই কথা হয় না।

রসবতী। হাঁ গো, যখন বলে যাচ্চি তখন কি দুই কথা হবে? এখন চল্লেম।

[রসবতীর প্রস্থান।

সুলোচনা। (ক্ষণেক বিলম্বে) (স্বগত) আঃ আজি, এক এক নিমেষ বৎসর সদৃশ বোধ হচ্চে কেন? দিবসের কি আর শেষ হবে না? না সূর্য্যদেব আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়ে অস্তাচল বিস্মৃত হয়েছেন। হা! প্রাণকান্তের নিমিত্ত প্রাণ অস্থির হয়েছে, তাঁর দর্শন ভিন্ন সুস্থির হবে না। আজি বিরহের ধার ভাল রূপে পরিশোধ কর্‌বো, পোড়া কোকিল চির কাল্‌টা পুড়্‌য়েছে, আজি প্রাণনাথকে বলে